সমাজবিজ্ঞান প্রথম পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

সমাজবিজ্ঞান প্রথম পত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়

(স্টার [*] চিহ্ন দ্বারা গুরুত্বের পরিমাণ বুঝানো হয়েছে।)

স্টার মার্ক	অধ্যায়
*****	দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, অষ্টম
***	প্রথম, ষষ্ঠ, সপ্তম
*	নবম, দশম, একাদশ

CamScanner

প্রথম অধ্যায়: সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ

ফরাসি দার্শনিক অগাস্ট কোঁৎ ১৮৩৯ সালে তাঁর 'কোর্স-ডি-পজিটিভ ফিলোসফি' গ্রন্থে সর্বপ্রথম 'সমাজবিজ্ঞান' শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি প্রথমে এই বিজ্ঞানকে 'সোশ্যাল ফিজিক্স' বা 'সামাজিক পদার্থবিদ্যা' নামকরণ করেন। কিন্তু যখন তিনি জানতে পারলেন, একজন বেলজীয় গণিতজ্ঞ প্রায় চার বছর পূর্বে সামাজিক বিষয়বস্তুর পরিচায়ক হিসেবে এ অভিজ্ঞানটি ব্যবহার করেছেন তখন অগাস্ট কোঁৎ তাঁর মত পরিবর্তন করে নতুন বিজ্ঞানটির নামকরণ করলেন 'সোসিওলজি' (Sociology) বা 'সমাজবিজ্ঞান'।

অগাস্ট কোঁৎকে সমাজবিজ্ঞানের জনক বলা হয়।

Sociology শব্দটির ব্যুৎপত্তি

ইংরেজি 'Sociology' শব্দটি ল্যাটিন 'Socius' এবং গ্রিক 'Logos' শব্দ দুটির সমন্বয়ে গঠিত। ল্যাটিন Socius শব্দের অর্থ হচ্ছে- সাথী বা সঙ্গী। গ্রিক Logos শব্দের অর্থ হচ্ছে- আলাপ বা আলোচনা।

সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি

- সমাজবিজ্ঞান ভৌতবিজ্ঞান নয়, এটি সামাজিক বিজ্ঞান।
- সমাজবিজ্ঞানের প্রধান কাজ হলো সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করা।
- সমাজবিজ্ঞান একটি বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান।
- সমাজবিজ্ঞান তাত্ত্বিক শাস্ত্র, এটা ব্যবহারিক শাস্ত্র নয়।
- সমাজবিজ্ঞান সাধারণ বা সর্বজনীন সমাজবিদ্যা।
- সমাজবিজ্ঞান একটি প্রায়োগিক শাস্ত্র।

সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ ধারা

উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সমাজবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে বিকাশ লাভ করেনি। প্রাচীন গ্রিক ও রোম পণ্ডিতদের লিখিত আলোচিত গ্রন্থগুলো হলো-

- **প্লেটোর-** দি রিপাবলিক।
- **এরিস্টটলের-** দি পলিটিক্স ও দি এথিক্স।
- **ম্যাকিয়াভেলির-** দি প্রিন্স।
- **মন্টেস্কুর-** দি স্পিরিট অব ল।
- **টমাস ম্যুরের-** ইউটোপিয়া।

নোট: *A Hand Book of Sociology গ্রন্থটির রচয়িতা অগবার্ন ও নিমকফ।*

বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান

১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের স্বতন্ত্র শাখা আত্মপ্রকাশ করে। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের গোড়াপত্তন ঘটে। এর আগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাথে সমাজবিজ্ঞান বিষয়টি পঠিত হয়। অধ্যাপক এ. কে. নাজমুল করিম হলেন বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের প্রাণপুরুষ।

সমাজবিজ্ঞানের পরিধি

সমাজবিজ্ঞানের পরিধি/শাখা-প্রশাখাগুলো হলো-

- **সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ:** সমাজবিজ্ঞানের পদ, প্রত্যয়, নীতি এবং সাধারণীকরণ সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের দেওয়া যেসব তত্ত্ব রয়েছে তা সমাজতাত্ত্বিক মতবাদের অন্তর্ভুক্ত।
- **ঐতিহাসিক মতবাদ:** সমাজের অতীত বিষয়াবলি, কার্যক্রম, বিবর্তন, সামাজিক আচরণ, প্রশাসন এবং প্রাচীন সমাজের উদ্ভব, বিকাশ, জীবনযাত্রা ইত্যাদি ঐতিহাসিক মতবাদের অন্তর্ভুক্ত।
- **সামাজিক জনবিজ্ঞান:** জনসংখ্যা তত্ত্ব, জনসংখ্যা কাঠামো, জন্মহার, মৃত্যুহার, জনসংখ্যার বণ্টন এবং তার প্রভাব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়।
- **সাংস্কৃতিক সমাজবিজ্ঞান:** বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতির উদ্ভব, ক্রমবিকাশ, সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ এবং সমাজ জীবনে সংস্কৃতির প্রভাব এর অন্তর্গত বিষয়।
- **সামাজিক পরিসংখ্যান:** সমাজে বিদ্যমান ঘটনাসমূহের সংখ্যাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান এবং তার বিচার-বিশ্লেষণ করার পন্থা ও কৌশল সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়।

অনুশীলনী

01. সমাজবিজ্ঞানকে বলা হয়-
A. মূল্যবোধভিত্তিক বিজ্ঞান B. বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান
C. আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান D. ব্যবহারিক বিজ্ঞান

02. 'সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক গতিশীলতা' ধারণাটি কোন সমাজবিজ্ঞানীর?
A. এমিল ডুর্খেইম B. উইলিয়াম পি. স্কট
C. অগাস্ট কোঁৎ D. রিচার্ড টি শেফার

03. কোনটি পরিবর্তনশীল?
A. পরিবার B. সমাজ C. ইতিহাস D. দর্শন

04. সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভবের মূলে রয়েছে-
A. রাজনৈতিক দর্শন B. সাংস্কৃতিক ইতিহাস
C. আধুনিক শিল্পায়ন D. সভ্যতার অগ্রগতি

উত্তরমালা							
01	B	02	C	03	B	04	D

05. মানুষের অনুসন্ধানের ফলশ্রুতিতে সর্বপ্রথম কোন জ্ঞানের শাখার উদ্ভব হয়?
A. ইতিহাস B. সমাজবিজ্ঞান
C. অর্থনীতি D. দর্শন শাস্ত্র

06. কাকে সমাজবিজ্ঞানের আদি জনক বলা হয়?
A. ইবনে খালদুন B. অগাস্ট কোঁৎ
C. ম্যাক্সওয়েবার D. কার্ল মার্কস

07. সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি হয় কত সালে?
A. ১৭৯৮ B. ১৮১৮ C. ১৮৩৯ D. ১৯৩৯

08. Logos শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
A. ইংরেজি B. ফরাসি C. ল্যাটিন D. গ্রিক

09. 'Sociology' শব্দটির প্রবক্তা কে?
A. প্লেটো B. এরিস্টটল C. ইবনে খালদুন D. অগাস্ট কোত

10. 'সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান'- উক্তিটি কার?
A. ইবনে খালদুন B. অগাস্ট কোত
C. এমিল ডুখেইম D. কার্ল মার্কস

11. অগাস্ট কোঁৎ কোন দেশের নাগরিক?
A. জার্মানি B. ফ্রান্স C. ইতালি D. ইংল্যান্ড

12. কোন বিষয়টি সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভবের সাথে জড়িত নয়?
A. প্রজ্ঞাবান B. উত্তর-আধুনিকতা
C. ফরাসি বিপ্লব D. পুনর্জাগরণ

13. ইবনে খালদুনের মতে, সমাজবিজ্ঞানের মূল প্রত্যয় হচ্ছে-
A. সামাজিক বিচ্যুতি B. পরস্পর সমঝোতা
C. সামাজিক সংহতি D. শ্রেণি বৈষম্য

14. সামাজিক নিয়ন্ত্রণের শক্তিশালী মাধ্যম কোনটি?
A. পরিবার B. সমাজ C. ভাষা D. রাষ্ট্র

15. সামাজিক প্রত্যক্ষণ আলোচিত হয়-
A. নৃবিজ্ঞানে B. মনোবিজ্ঞানে
C. সমাজবিজ্ঞানে D. ইতিহাসে

16. সমাজবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে-
A. অষ্টাদশ শতাব্দীতে B. ষোড়শ শতাব্দীতে
C. উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে D. উনবিংশ শতাব্দীতে

17. বিখ্যাত গ্রন্থ Positive Philosophy লিখেছেন-
A. কার্ল মার্কস B. অগাস্ট কোঁত
C. ডুর্খেইম D. হার্বার্ট স্পেন্সার

18. জীবদেহের সঙ্গে সমাজের তুলনা করেছেন কে?
A. হার্বার্ট স্পেন্সার B. ডারউইন C. এরিস্টটল D. জন রক

19. সমাজের ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন কে?
A. লে-প্লে B. টেইলর C. স্পেন্সার D. মর্গান

20. মাতৃপ্রধান সমাজের তত্ত্ব কার অবদান?
A. হবহাউস B. ওয়েস্টারমার্ক C. ব্রিফল্ট D. কেউই নন

উত্তরমালা									
05	B	06	A	07	C	08	D	09	B,D
10	C	11	B	12	B	13	C	14	D
15	C	16	C	17	B	18	A	19	D
20	C								

21. 'The Prince' গ্রন্থের লেখক কে?
A. হবস B. লক C. ম্যাকিয়াভেলী D. রুশো

22. 'সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান'-উক্তিটি কার?
A. ইবনে খালদুন B. অগাস্ট কোঁৎ
C. এমিল ডুর্খেইম D. কার্ল মার্কস

23. সমাজবিজ্ঞান শব্দটি সর্বপ্রথম কে ব্যবহার করেন?
A. রুশো B. প্লেটো C. অগাস্ট কোঁৎ D. ম্যাকাইভার

24. "সমাজবিজ্ঞানই একমাত্র বিজ্ঞান যা সমাজ ও সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে পাঠ দান করে।"-উক্তিটি কার?
A. ম্যাক্সওয়েবার B. কার্ল মার্কস
C. ম্যাকাইভার D. ডুর্খেইম

25. "সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সামাজিক জীবনের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন।"-উক্তিটি কার?
A. ম্যাক্স ওয়েবার B. অগবার্ন ও নিমকফ
C. ম্যাকাইভার D. কিংসলে ডেভিস

26. জীববিজ্ঞানে বিবর্তনবাদী তত্ত্বের প্রবক্তা কে?
A. অগাস্ট কোঁৎ B. টমাস একুইনাস
C. ডারউইন D. এমিল ডুর্খেইম

27. 'আল-মোকাদ্দিমা' গ্রন্থটির লেখক কে?
A. ইবনে বতুতা B. ইবনে খালদুন
C. ইবনে জাবির D. নাদিম আল জাবির

28. বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞানের প্রাণপুরুষ কে?
A. ড. অনুপম সেন B. ড. রঙ্গলাল সেন
C. অধ্যাপক আফসার উদ্দীন D. অধ্যাপক এ. কে. নাজমুল করিম

29. অর্থনীতি কী ধরনের সামাজিক বিজ্ঞান?
A. কাঠামোগত B. অতি প্রাচীন
C. বিশেষীকৃত D. অনুমান নির্ভর

30. মানুষের কোন কার্যকলাপকে সমাজ থেকে আলাদা করে জানা সম্ভব নয়?
A. রাষ্ট্রীয় B. সামাজিক C. অর্থনৈতিক D. রাজনৈতিক

31. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন-
A. জাতীয় বাজেট B. সুষ্ঠু রাজনীতি
C. জাতীয় নীতি D. সমাজতাত্ত্বিক পরিকল্পনা

32. মানুষের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সংক্রান্ত বিষয়টি কোন বিজ্ঞানের অন্তর্গত?
A. ভৌতবিজ্ঞান B. জ্যোতির্বিজ্ঞান
C. প্রাকৃতিক বিজ্ঞান D. সামাজিকবিজ্ঞান

33. কোনটি সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এনে দেয়?
A. সংস্কৃতি B. নৈরাজ্য C. সম্পদ D. প্রত্যাশা

34. সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় কোনটি?
A. ব্যক্তির মেধা B. ব্যক্তির শিক্ষা
C. ব্যক্তির আচরণ D. ব্যক্তি ও সমাজের ক্রিয়াকলাপ

উত্তরমালা									
21	C	22	C	23	C	24	C	25	B
26	C	27	B	28	D	29	C	30	C
31	D	32	A	33	C	34	C		

দ্বিতীয় অধ্যায়: সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা

বিজ্ঞান হলো যে কোনো বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও পদ্ধতিগতভাবে অর্জিত সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ জ্ঞান। **গ্রিক শব্দদ্বয়** Met এবং Hodos এর সমন্বয়ে ইংরেজি Method শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। Meta শব্দের অর্থ হলো **সাথে** এবং Hodos শব্দের অর্থ হলো **পথ বা পন্থা** অর্থাৎ কোনো কাজ **সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য যে সুনির্দিষ্ট ও নিয়মতান্ত্রিক** পন্থা অনুসরণ করতে হয় তাকে Method বা পদ্ধতি বলে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যসমূহ

- বস্তুনিষ্ঠ
- নিয়মতান্ত্রিক
- অভিজ্ঞতাভিত্তিক
- নিরপেক্ষ
- যাচাইযোগ্য
- তত্ত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত
- সাধারণীকরণ
- ভবিষ্যদ্বাণী প্রদানে সক্ষম

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্তরসমূহ

- **সমস্যা নির্বাচন ও চিহ্নিতকরণ:** গবেষণার প্রথম পর্যায়ে প্রয়োজন হয় একটি সামাজিক সমস্যাকে নির্বাচন করা।
- **তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস:** তথ্য বা উপাত্ত দু'ধরনের হতে পারে; যথা- গুণগত এবং পরিমাণগত বা সংখ্যাতাত্ত্বিক। সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় বর্ণনামূলক বা গুণগত বেশির ভাগ তথ্য সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয়। সমাজবিজ্ঞানে গুণগত তথ্যকে বর্তমান Code-এর মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়।
- **পূর্বানুমান প্রণয়ন:** পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহের পর্যায়ে যে ফলাফল পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে সমস্যা সম্পর্কে একটি ধারনা দেওয়াই হচ্ছে পূর্বানুমান প্রণয়ন।
- **সত্যতা যাচাই:** এ পর্যায়ে গবেষকের কাজ হচ্ছে গবেষণা এলাকা থেকে যেসব তথ্য সংগৃহীত ও শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে তার ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফ পূর্বে প্রণীত পূর্বানুমানের সাথে কতটুকু সত্য বা যথার্থ তা পরীক্ষা করা।

সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি গবেষণা পদ্ধতি

সমাজবিজ্ঞান একটি গতিশীল বিজ্ঞান। সামাজিক সমস্যাবলি পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্য অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো-

ঐতিহাসিক পদ্ধতি	• ঐতিহাসিক পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা মানবসমাজের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও কার্যধারা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য অতীত সভ্যতা ও সামাজিক আচার-বিধি ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করে থাকি। • **ই. ওয়েস্টার মার্ক-এর মতে,** ঐতিহাসিক পদ্ধতি পরস্পর নির্ভরশীল দুটি ধারায় প্রবাহিত- ১. ঐতিহাসিক দর্শন এবং ২. জীববিজ্ঞানের বিবর্তনবাদ।
দার্শনিক পদ্ধতি	• সমাজে মাঠে **ম্যাক্স ওয়েবারের** পথ অনুসরণ করে অনেকে দার্শনিক পদ্ধতি (Verstehen) এর প্রয়োগ করতে বলেন। Verstehen এর অর্থ হলো **অন্তর্দৃষ্টি;** অর্থাৎ বুঝতে পারা বা অনুধাবন করা। • দার্শনিক পদ্ধতি দ্বারা সমাজ বিশ্লেষণ 'জীবন্ত ও অর্থপূর্ণ' হয়ে ওঠে। • দার্শনিক পদ্ধতি সাধারণত অনুমিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কতকগুলো **অপ্রত্যক্ষ ও অপ্রকাশ্য** অবস্থাকে সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়।
নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি	• নৃবিজ্ঞান হচ্ছে **মানব বিষয়ক** বিজ্ঞান। • এ পদ্ধতি প্রয়োগ মানব জাতিতত্ত্বের সম্পর্কে সঠিকভাবে **অনুধাবন করা যায় এবং তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের** মধ্য দিয়ে এটি করা হয় বলে একে Participant and Observation Method-ও বলা হয়। **নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা** ➢ এ পদ্ধতি দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ এবং শ্রমসাধ্য। ➢ এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল ➢ এতে সামাজিক জটিলতা বিদ্যমান ➢ তথ্যাবলির নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করার জন্য এ পদ্ধতি দ্বারা গবেষণার পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়।

জরিপ পদ্ধতি	• এটি কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে তথা সমাজের প্রয়োজনে কোনো সামাজিক সমস্যার ওপর তথ্য সংগ্রহের জন্য চালানো হয়। • **এ পদ্ধতির প্রধান লক্ষ্য-** সামাজিক অবস্থানকে বিশ্লেষণ করা ও সুনির্দিষ্ট সমাজের গবেষণা করা। • **সামাজিক জরিপ হলো-** সামাজিক তথ্যঅনুসন্ধানের একটি পদ্ধতি।
কেস স্টাডি বা ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতি	• এ পদ্ধতিতে এক বা একাধিক **ঘটনা পর্যবেক্ষণ** করে একটি সাধারণ সূত্রে আসার চেষ্টা করা হয়। • **পারিবারিক বাজেট নিয়ে স্টাডি করতে গিয়ে সামাজিক গবেষণায় এ পদ্ধতিটির প্রথম প্রয়োগ করেন-** ফ্রেডরিক লা প্লে। • **এ পদ্ধতিতে গবেষক ব্যবহার করে থাকেন-** সাক্ষাৎকার গ্রহণ, প্রশ্নপত্র, জীবনবৃত্তান্ত কৌশলগুলো।
তুলনামূলক পদ্ধতি	• বর্তমানে কোনো সামাজিক **প্রপঞ্চ** অতীতে কেমন ছিল এবং বর্তমান সময়ের অবস্থা কী সেসব জেনে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনাকেই তুলনামূলক পদ্ধতি বলা হয়। • সর্বপ্রথম তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করেন- বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী সমাজবিজ্ঞানীগণ। • **এ পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হলো-** বিভিন্ন জনসমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে তুলনার মাধ্যমে তাদের জীবনযাপন পদ্ধতির পার্থক্য বা সাদৃশ্য নিরূপণ করা। • **ডুর্খেইম সর্বপ্রথম এ পদ্ধতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন-** The Rules of Sociological Method নামক গ্রন্থে। **নোট:** 'সমাজের আত্মহত্যা'র বিশ্লেষণের মাঝে আত্মহত্যা একটি **সামাজিক কারণ** হিসেবে উদঘাটন করতে চেষ্টা করেছেন।

অনুশীলনী

01. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট অনুসন্ধানে কোন ধরনের গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়?

A. পরীক্ষণ পদ্ধতি B. ঐতিহাসিক পদ্ধতি
C. তুলনামূলক পদ্ধতি D. ঘটনা জরিপ পদ্ধতি

02. সামাজিক জরিপ পদ্ধতি বলতে বোঝায়?

A. সরেজমিনে তথ্য অনুসন্ধান
B. কোনো ঘটনা বা ব্যক্তিকে অধ্যয়ন
C. সমাজ জীবনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তথ্য অনুসন্ধান
D. পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাইকরণ

03. বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কোনটি?

A. শিরোনাম তৈরি B. সূত্র নির্ণয়
C. ভবিষ্যদ্বাণী D. সিদ্ধান্ত গ্রহণ

04. কোন পদ্ধতিতে সামাজিক প্রপঞ্চসমূহের অন্তর্নিহিত রূপ ও তাৎপর্য সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়?

A. ভেরস্টিহেন B. পর্যবেক্ষণ
C. নমুনা জরিপ D. ঘটনা জরিপ

05. কখন থেকে মানবজাতির জ্ঞানের স্ফূরণ ঘটেছে?

A. চাকা আবিষ্কারের পর B. আগুন আবিষ্কারের পর
C. কৃষিকার্য সূচনার পর D. প্রকৃতিকে বশ করার পর

06. গবেষণার প্রারম্ভ ও সমাপ্তি কীসের মধ্যে নিহিত?

A. নির্বাচন B. পর্যবেক্ষণ
C. অনুধ্যান D. ভবিষ্যদ্বাণী

07. কোনটিকে বিজ্ঞানের ভিত্তি বলা হয়?

A. গবেষণাকে B. বাস্তব জ্ঞানকে
C. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে D. জ্ঞান ও পান্ডিত্যের শৃঙ্খলাবোধকে

08. কোন পদ্ধতিতে সমাজবিজ্ঞানীগণ অনুধ্যান বা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেন?

A. ঐতিহাসিক B. দার্শনিক
C. নৃতাত্ত্বিক D. জরিপ

09. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রথম ধাপ কোনটি?

A. উপাত্ত সংগ্রহ B. সমস্যা নির্বাচন
C. যথার্থতা যাচাই D. উপাত্তের শ্রেণিবিন্যাস

10. গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে কোন গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়?

A. জরিপ পদ্ধতি B. ঐতিহাসিক পদ্ধতি
C. তুলনামূলক পদ্ধতি D. পরীক্ষণ পদ্ধতি

উত্তরমালা									
01	B	02	A	03	C	04	A	05	B
06	B	07	C	08	B	09	B	10	A

11. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপ নয় কোনটি?

A. সমস্যা নির্বাচন B. অনুসিদ্ধান্ত যাচাই
C. সুশৃঙ্খল অধ্যয়ন D. সমস্যার সংজ্ঞায়ন

12. যে যৌক্তিক প্রণালিতে সামাজিক বিষয়াবলি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তথ্যরাজি ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ করা হয় তাকে বলে-

A. বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া B. বৈজ্ঞানিক কল্পনা
C. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি D. বৈজ্ঞানিক আলোচনা

13. Meta ও hodos-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো-

A. Together ও Road B. Among ও Lane
C. With ও Way D. With ও Policy

14. Method of Case Study (ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতি) প্রথম কে প্রয়োগ করেন?

A. এমিল ডুর্খেইম B. কার্ল মার্কস
C. ফ্রেডারিক লা প্লে D. ম্যাক্স ওয়েবার

15. কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে যে পন্থার সাহায্য নিতে হয় তাকে কী বলে?

A. নিয়ম B. কৌশল
C. রীতি D. বিজ্ঞান

16. ভেরস্টিহেন (Verstehen) শব্দের অর্থ কী?

A. দুশ্চিন্তা করা
B. বুঝতে পারা বা অনুধাবন করা
C. ফয়সালা D. প্রয়োগ করা

17. ইংরেজি (Method) শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

A. লাতিন B. গ্রিক
C. রোমান D. হিব্রু

18. সমাজ-গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কোন স্তরে গিয়ে তত্ত্ব নির্ভুল বা সুনিশ্চিত লাভ করা যেতে পারে?

A. সত্যতা যাচাই B. ভবিষ্যদ্বাণী
C. তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস D. পূর্বানুমান প্রণয়ন

19. কোনো বিষয়কে বিজ্ঞানের পদপ্রাচ্য হতে হলে তার কী থাকা অপরিহার্য?

A. যাচাইযোগ্যতা B. সাধারণীকরণ
C. নিরপেক্ষতা D. বস্তুনিষ্ঠতা

20. কোনো বিষয় সম্পর্কে সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হয় কীসের মাধ্যমে?

A. সাধারণীকরণের মাধ্যমে
B. অভিজ্ঞতার মাধ্যমে
C. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে
D. যাচাই যোগ্যতার মাধ্যমে

21. কোনো সামাজিক প্রপঞ্চকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে জানার চেষ্টা করলে তাকে কী বলে?

A. অনুসন্ধান B. পর্যালোচনা
C. গবেষণা D. পরীক্ষা

22. গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সর্বশেষ পর্যায় কোনটি?

A. পর্যবেক্ষণ B. পূর্বানুমান প্রণয়ন
C. তথ্যের শ্রেণিবিন্যাসকরণ
D. ভবিষ্যদ্বাণীকরণ

23. কোন পদ্ধতিতে সমাজ গবেষক দার্শনিকের ভূমিকায় কাজ করে?

A. দার্শনিক B. ঐতিহাসিক
C. তুলনামূলক D. পরীক্ষণ

24. সমাজ-গবেষণায় তুলনামূলক পদ্ধতি কয়ভাবে প্রয়োগ করা যায়?

A. দুই B. তিন
C. চার D. পাঁচ

উত্তরমালা									
11	C	12	A	13	C	14	C	15	B
16	B	17	B	18	A	19	B	20	C
21	C	22	D	23	A	24	A		

তৃতীয় অধ্যায়: সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ও অবদান

ইবনে খালদুন

- জন্ম- তিউনিসিয়ার তিউনিস শহরে।
- তাঁর উপাধি- 'ওয়ালীউদ্দিন'; যার অর্থ হলো 'ধর্মের অভিভাবক'।
- তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ- আল-মুকাদ্দিমা (The Prolegomena)।
- আল-মুকাদ্দিমা গ্রন্থটি হলো- সর্বজনীন ইতিহাসের ভূমিকা।
- সমাজবিজ্ঞানে ইতিহাস দর্শনের এক বিশিষ্ট ভূমিকা তুলে ধরেন- আল-মুকাদ্দিমা গ্রন্থে।
- সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃত আদি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন- ইবনে খালদুন।

বিখ্যাত গ্রন্থ

- Al-Kitabul Ibar
- Lubabu-I-Muhassal
- Sifau-Sail

উমরান

- প্রথম ব্যক্তি যিনি 'Umaran (উমরান)' ধারণাটি ব্যবহার করেন- ইবনে খালদুন।
- ব্যবহার করেন- মানুষের সমাজ ও তার সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অর্জিত উন্নতিকে অবিচ্ছিন্ন সত্তা হিসেবে বিবেচনা করে।
- উমরানিয়াত শব্দের অর্থ- সংস্কৃতিবিষয়ক আলোচনা; যা পরবর্তী সমাজবিজ্ঞানীরা 'সমাজবিজ্ঞান' হিসেবে অভিহিত করেন।
- 'উমরানিয়াত' এর গূঢ় তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন- সামাজিক ঘটনাবলির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে।
- প্রকৃতপক্ষে, তিনি উমরানিয়াতকেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন- 'আধুনিক সমাজবিজ্ঞান' হিসেবে।

আসাবিয়া তত্ত্ব

- আল-আসাবিয়া (Social Solidarity) এর বাংলা প্রতিশব্দ- সামাজিক সংহতি।
- 'আসাবিয়া' অর্থ- **গোত্রপ্রীতি** বা **সামাজিক সংহতি** (এই সংহতিকে খালদুন **গোষ্ঠী সংহতি** বলেও আখ্যায়িত করেছেন)।
- ইবনে খালদুনের মতে- **সমাজের ভিত্তিই হচ্ছে এই গোষ্ঠী সংহতি।**
- সামাজিক সংহতি গড়ে ওঠে- রক্ত, জাতি ও ধর্ম সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে।
- গোত্রপ্রীতি থেকেই মানুষের সংঘবদ্ধ জীবন গড়ে উঠেছে, যা- সামাজিক সংহতির ভিত্তি।

বাদওয়া ও হারদা

'বাদওয়া' ও 'হারদা' দুটি নতুন ধারণা। 'বাদওয়া' আর 'হারদা' এর জন্ম দেবার গৌরবও ইবনে খালদুনের। আর এর ফলেই প্রধানত সমাজবিজ্ঞানের **দুটি বিশেষ ধারা গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান ও শহুরে সমাজবিজ্ঞানের** ঐতিহাসিক অগ্রযাত্রা সম্ভব হয়েছিল।

অগাস্ট কোঁৎ

ফরাসি দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী অগাস্ট কোঁৎ Positive Philosophy গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে Sociology শব্দটি ব্যবহার করেন। প্রথমে এই বিজ্ঞানকে 'সোশ্যাল ফিজিক্স' নামকরণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে এর নামকরণ করা হয় 'সমাজবিজ্ঞান'।

তিনটি গ্রন্থ হলো

১. Course-de-Positive Philosophic
২. A System de Politique Positive
৩. Opuscules de Philosophic Social

দৃষ্টবাদ

অগাস্ট কোঁৎ দৃষ্টবাদের ব্যাখ্যায় বলেন, পৃথিবীটা বহুবিদ **অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা শৃঙ্খলার কাঠামোয় বিন্যস্ত।** মানবসমাজকে **পরিবর্তনের অপরিবর্তনীয়** সূত্রটি আবিষ্কার করে কিভাবে সমাজকে **সুসংগঠিত এবং স্থিতিশীল করে প্রগতির পথে** এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তা ছিল দৃষ্টবাদের মূল উদ্দেশ্য।

ত্রয়স্তর সূত্র

অগাস্ট কোঁতের সমাজতাত্ত্বিক ধারণা বিকাশে অন্যতম অবদান হচ্ছে ত্রয়স্তরের সূত্র। এতে **মানব জ্ঞানের ক্রমোন্নতি এবং সমাজের উন্নতি ও ক্রমবিকাশের** বিবর্তনিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়।

এ স্তর তিনটি হলো-

১. ধর্মতাত্ত্বিক স্তর
২. অধিবিদ্যাগত স্তর এবং
৩. দৃষ্টবাদী বা বিজ্ঞানভিত্তিক স্তর।

সামাজিক স্থিতিশীলতা ও গতিশীলতা

অগাস্ট কোঁতের মতে, সামাজিক স্থিতিশীলতা সমাজের গঠন এবং কাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত। অপরদিকে, সামাজিক **গতিশীলতা বা চলমানতা মানবসমাজের প্রগতি এবং উন্নতির** বিশ্লেষণ করে। সব সমাজেই এ দুটি লক্ষ্য দেখা যাবে। কারণ যুগপৎ সমাজ স্থিতিশীল ও গতিশীল।

হার্বার্ট স্পেন্সার

ইংরেজ দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেন্সার। হার্বার্ট স্পেন্সার বেশ কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে-

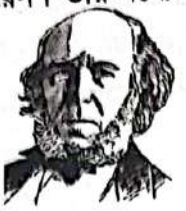

হার্বার্ট স্পেন্সার

১. Social Static
২. The Principle of Philosphy
৩. The Study of Sociology
৪. Frist Principle
৫. Principle of Ethics প্রভৃতি।

সমাজবিজ্ঞান বিকাশে হার্বার্ট স্পেন্সারের অবদান হলো-

১. জৈবিক সাদৃশ্যমূলক মতবাদ ও
২. সামাজিক বিবর্তনবাদ

সামাজিক বিবর্তনবাদ

স্পেন্সারের সমাজ বিবর্তনের ধারণাটি তাঁর **জৈব বিবর্তনের** তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত। সামাজিক বিবর্তনকে তিনি **দুটি** পর্যায়ে বিশ্লেষণ করেছেন। **প্রথম পর্যায়ে** তিনি সরল সমাজ থেকে বিভিন্ন স্তরের যৌগিক সমাজে বা জটিলতর সমাজে উন্নয়নের কথা বলেছেন। এ পর্যায়ে তাঁর আলোচনায় **চার ধরনের** সমাজের কথা বলেছিলেন-

১. সরল সমাজ
২. যৌগিক সমাজ
৩. দ্বিগুণ যৌগিক সমাজ
৪. ত্রিগুণ যৌগিক সমাজ

পরবর্তীকালে তিনি সামাজিক বিবর্তনের আর একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। **দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাখ্যায়** স্পেন্সার সমাজের **দুটি ভাগ** দেখিয়েছেন- ১. সামরিকভিত্তিক সমাজ বা যোদ্ধা সমাজ (Military Society) এবং (২) শিল্পভিত্তিক সমাজ (Industrial Society।

এমিল ডুর্খেইম

সমাজবিজ্ঞানে ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খেইমের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হলো। যথা-

শ্রমবিভাগ

ডুর্খেইম সামাজিক **সংহতির কথা** বলতে গিয়ে শ্রমবিভাগের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেন। তিনি মনে করেন, **সামাজিক সংহতি শ্রমবিভাগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়।** তিনি সামাজিক সংহতিকে **দু'ভাগে** বিভক্ত করেছেন। **যথা-** যান্ত্রিক সংহতি এবং জৈব সংহতি।

দৃষ্টবাদ

সমাজ বাস্তবতার উপাদান হলো **'সামাজিক ঘটনাসমূহ'** (Social facts) বা **'সামাজিক বস্তু সত্য'**। আর সামাজিক ঘটনাসমূহের সমন্বিত রূপই হলো সমাজ।

সামাজিক ঘটনা

সামাজিক ঘটনাবলিকে বস্তু হিসেবে গ্রহণ করা সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার **প্রথম ধাপ**।

ডুর্খেইমের মতানুসারে আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি, সামাজিক বাধ্যবাধকতা প্রভৃতি যা প্রত্যেক ব্যক্তিকে নৈতিকভাবে সামাজিক চাপের মধ্যে থাকতে বাধ্য করে তাকে বা সে অবস্থাকে সামাজিক ঘটনা বলে। **সামাজিক ঘটনা বলতে বোঝায় যে, কোনো কার্যকারণের প্রকৃতি যা ব্যক্তির ওপর বাহ্যিক চাপের সৃষ্টি করে।**

আত্মহত্যা

ডুর্খেইম তাঁর এ ব্যাখার প্রেক্ষিতে **তিন ধরনের** আত্মহত্যার বর্ণনা তুলে ধরেছেন। **যথা-** আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা, পরার্থমূলক আত্মহত্যা এবং নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা। 'The Suicide' গ্রন্থের পাদটিকায় (Foot Note) **ভাগ্যবাদী আত্মহত্যা** (Fatalistic Suicide) নামে এক ধরনের আত্মহত্যার কথা উল্লেখ করেছেন। ডুর্খেইম আত্মহত্যার বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিক যে ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য তুলে ধরেছেন তা থেকে **সামাজিক অবক্ষয়ের** সূচক এর দৃষ্টান্ত মেলে। তিনি এ আলোচনায় **তুলনামূলক** পদ্ধতির আশ্রয় নেন।

ধর্ম

ডুর্খেইম দেখতে পান যে, ধর্মের মূল উপাদান **দুটি**- 'বিশ্বাস' এবং 'আচার'।

ডুর্খেইম বলেন, ধর্মের মূল উপাদান দুটি বিশ্বাস এবং আচার।

ম্যাক্স ওয়েবার

জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার। সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল **'সামাজিক পদ্ধতি'** বিশ্লেষণ করা।

আমলাতন্ত্র

ওয়েবার **আমলাতন্ত্রের** কাঠামো, প্রকৃতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে নিম্নে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরেন। যেমন-

- সুনির্দিষ্ট নিয়মের ওপর আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত।
- স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ও চাকরি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
- ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।
- প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত।
- বেতন আকারে পারিশ্রমিক এবং পেনশনের নিশ্চয়তা।
- কর্মদক্ষতা ও আনুষঙ্গিক যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতি।
- নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ।
- লিখিতভাবে প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা।
- আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

আমলাতন্ত্র সম্পর্কে আরো জানতে হবে

আমলাতন্ত্রের আলোচনায় তিনি তাঁর **'আদর্শ নমুনা'** (Ideal Type) ধারণাটিকে প্রয়োগের প্রয়াস চালিয়েছিলেন। 'The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism' **আইনসিদ্ধ ক্ষমতাকে কর্তৃত্ব বলে।** আদেশ প্রদানের ক্ষমতা আইনসিদ্ধ হলে কর্তৃত্বের উদ্ভব হয়। কর্তৃত্বের স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে তিনি **কর্তৃত্বকে তিন ভাগে** বিভক্ত করেছেন। **যথা-**

১. ঐতিহ্য পরম্পরা কর্তৃত্ব

আবহমানকার ধরে চলে আসা কোনো বিশেষ আদেশ মান্য করা প্রথাগতভাবে বাধ্যতামূলক। এ ধারণার ভিত্তিতে **লোক যখন কোনো উর্ধ্বতন ব্যক্তির আদেশ মেনে চলে** তখন তাকে ঐতিহ্যগত কর্তৃত্ব (Traditional authority) বলে।

২. বৈধ যুক্তিসিদ্ধ কর্তৃত্ব

নিয়ম ও আইনসিদ্ধ এবং তাই যুক্তিনির্ভর। এ ধারণার ভিত্তিতে **লোকে যখন আদেশ পালন করে থাকে,** তাকে যুক্তিনির্ভর ও আইনসিদ্ধ কর্তৃত্ব বলে।

৩. সম্মোহনী কর্তৃত্ব

সম্মোহনী কর্তৃত্ব ব্যক্তির দুর্লভ প্রতিভা, মেধাশক্তি, অসাধারণ ব্যক্তিত্বের গুণাবলি দ্বারা অর্জিত হয়। এটি **বিধাতা প্রদত্ত** বলে প্রচলিত ধারণায় মেনে নেওয়া হয়। সততা, সৎ সাহস, বাক্‌শক্তি ইত্যাদি দ্বারা সম্মোহনী কর্তৃত্ব লাভ করা যায়।

কার্ল মার্কস

- জন্ম- জার্মানিতে (ইহুদি পরিবারে)।
- কার্ল মার্কস ছাত্র ছিলেন- দর্শনের ।
- কার্ল মার্কস গভীরভাবে প্রভাবিত হন- হেগেলের (Hegel) দ্বন্দ্ববাদ দ্বারা ।

কার্ল মার্কস

কার্ল মার্কসের রচনাবলি

- Das Kapital
- The Communist Manifesto
- The Poverty of Philosophy
- The German Ideology
- The Holy Family

কার্ল মার্কসের তত্ত্ব

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের তত্ত্ব অনুযায়ী বিশ্বের সকল বস্তুর বিশ্লেষণে বস্তুই প্রধান। এর সারকথা হলো সমস্ত বস্তুর বা প্রপঞ্চের বিকাশ হয় **দ্বন্দ্বের কারণে।** দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূলকথা হলো বস্তুর মধ্যে **নিয়ত দ্বন্দ্ব বিদ্যমান।** দ্বন্দ্ব থেকে **গতির সঞ্চার।** দ্বন্দ্বহীন এবং গতিহীন কোনো সত্তার অস্তিত্ব নেই।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের **সামাজিক সংস্করণই** ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। বস্তুত সমাজ বিশ্লেষণের **বস্তুবাদী পদ্ধতি ও ব্যাখ্যাই** হলো ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোকেই সামাজিক **উৎপাদন পদ্ধতিতে** পরিবর্তন ঘটে যা মূলত সমাজের পরিবর্তনতে অনিবার্য করে তোলে। মার্কস মানবসমাজ বিকাশের যে **পাঁচটি স্তরের** কথা বলেছেন তা তাঁর ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তত্ত্বের আলোকে নির্ধারণ করেছেন।

পাঁচটি স্তর হলো-

(১) আদিম সাম্যবাদ (২) দাস ব্যবস্থা
(৩) সামন্ততন্ত্র (৪) পুঁজিবাদ এবং (৫) সমাজতন্ত্র।

মার্কস-এর মতানুসারে সমাজ দুটি ধারায় বা কাঠামোতে বিভক্ত-

১. মৌল কাঠামো
২. উপরি কাঠামো

নোট: এছাড়াও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বগুলো হলো- শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্ব, উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব এবং বিচ্ছিন্নতাবোধ তত্ত্ব।

অনুশীলনী

01. ডুর্খেইম কয় ধরনের আত্মহত্যার কথা বলেছেন?
A. দুই B. তিন
C. পাঁচ D. ছয়

02. আসাবিয়া হচ্ছে-
A. সামাজিক সংহতি B. সামাজিক চেতনা
C. সামাজিক ক্ষমতা D. সামাজিক নির্ভরশীলতা

03. শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্বটি কার?
A. ইবনে খালদুন B. হার্বার্ট স্পেন্সার
C. কার্ল মার্কস D. এমিল ডুর্খেইম

04. 'উমরানিয়াত'কে আধুনিক সমাজবিজ্ঞান হিসেবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন কে?
A. কার্ল মার্কস B. ম্যাক্স ওয়েবার
C. ইবনে খালদুন D. স্পেন্সার

05. সমাজবিজ্ঞানের প্রথম ভিত্তি প্রস্তর করেন কে?
A. ইবনে খালদুন B. আল-যুবাইর
C. অগাস্ট কোঁৎ D. হার্বার্ট স্পেন্সার

06. প্রথমবারের মতো সমাজকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাছে নিয়ে আসেন কে?
A. ইবনে খালদুন B. অগাস্ট কোঁৎ
C. ম্যাক্স ওয়েবার D. কার্ল মার্কস

07. অগাস্ট কোঁৎ কীসের দ্বারা সমাজকে পরিবর্তন করতে চেয়েছেন?
A. বিপ্লব B. বুদ্ধি C. শিক্ষা D. ঐক্য

08. জৈবিক সাদৃশ্যমূলক মতবাদের সারসংক্ষেপ কী?
A. জীবদেহ ও মানবসমাজ একই কাঠামোতে গঠিত
B. জীবদেহের সাথে মানব সমাজের গভীর সম্পর্ক রয়েছে
C. জীবজগৎ মানবসমাজকে প্রভাবিত করে
D. জীবজগতের সাথে মানবসমাজের কাঠামোগত সাদৃশ্য রয়েছে

09. জৈবিক ও যান্ত্রিক সংহতি মতবাদটি কার?
A. ডুর্খেইম B. কার্ল মার্কস
C. ম্যাক্স ওয়েবার D. অগাস্ট কোঁৎ

10. ডুর্খেইম ধর্মবিশ্বাসের মূলে কোনটিকে নির্দেশ করেছেন?
A. প্রাকৃতিক সত্য B. অশরীরী আত্মা
C. সামাজিক সত্য D. সামাজিক সম্পর্ক

11. "সমগ্র মানবসমাজের এ যাবতকালের ইতিহাস হলো শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস"-উক্তিটি কার?
A. ম্যাক্স ওয়েবার B. অগাস্ট কোঁৎ
C. কার্ল মার্কস D. ডুর্খেইম

12. দ্বন্দ্ব থেকে কীসের সঞ্চার হয়?
A. বিবর্তন B. নৈরাজ্য
C. গতি D. সংহতি

13. দ্বন্দ্ব থেকে কীসের সঞ্চার হয়?
A. বিবর্তন B. নৈরাজ্য C. গতি D. সংহতি

14. ম্যাক্স ও ওয়েবার কয় ধরনের কর্তৃত্বের কথা বলেছেন?
A. তিন ধরনের B. দুই ধরনের
C. চার ধরনের D. পাঁচ ধরনের

15. সমাজবিজ্ঞানের আলোচনায় সকলে শ্রদ্ধাভরে ইবনে খালদুনকে স্মরণ করেন। কারণ-
A. তিনি সমাজবিজ্ঞানের আদি জনক
B. তিনি 'আল মুকাদ্দিমা' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন
C. তিনি সমাজবিজ্ঞানে শ্রেণিসংগ্রামের ধারণা দিয়েছেন
D. A + B

16. কার্ল মার্কসের মতে সমাজের মৌল কাঠামো কোনটি?
A. আইন B. অর্থনীতি C. সংস্কৃতি D. রাজনীতি

17. 'The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism' গ্রন্থটির লেখক কে?
A. অগাস্ট কোত B. ম্যাক্সওয়েবার
C. হার্বার্ট স্পেন্সার D. কার্ল মার্কস

18. 'সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক গতিশীলতা' ধারণাটি কোন সমাজবিজ্ঞানীর?
A. এমিল ডুর্খেইম B. উইলিয়াম পি.স্কট
C. অগাস্ট কোত D. রিচার্ড টি শেফার

19. মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশসংক্রান্ত সূত্রটি কার?
A. অগাস্ট কোত B. এমিল ডুর্খেইম
C. হার্বঅর্ট স্পেন্সার D. ম্যাক্সওয়েবার

20. ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিয়ে কোন সমাজবিজ্ঞানী বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন?
A. এমিল ডুর্খেইম B. ম্যাক্সওয়েবার
C. অগাস্ট কোঁৎ D. ইবনে খালদুন

21. 'সামাজিক বিবর্তনবাদ' মতবাদের প্রবক্তা কে?
A. হার্বার্ট স্পেন্সার B. সক্রেটিস
C. ম্যাক্সওয়েবার D. অগাস্ট কোঁৎ

22. 'সংস্কৃতি বিজ্ঞান' কার অবদান?
A. ইবনে খালদুন B. কার্ল মার্কস
C. হার্বার্ট স্পেন্সার D. অগাস্ট কোঁৎ

উত্তরমালা									
01	B	02	A	03	C	04	C	05	A
06	B	07	D	08	D	09	A	10	A
11	C								

উত্তরমালা									
12	C	13	C	14	A	15	D	16	B
17	B	18	C	19	A	20	B	21	A
22	A								

23. ইবনে খালদুন 'আল-মুকাদ্দিমা' গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেছেন-
A. দ্বন্দ্ব বা কলহ B. ইতিহাস
C. রাষ্ট্র ও সার্বভৌমত্ব D. বাস্তবতা

24. 'আসাবিয়া' প্রত্যয়টির সাথে জড়িত কোন অর্থটি?
A. জৈবিক সংহতি B. ক্রমবিবর্তন
C. গোত্র সংহতি D. ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ

25. পজিটিভিজমের জন্মদাতা-
A. কার্ল মার্কস B. ইবনে খালদুন
C. স্পেন্সার D. অগাস্ট কোঁৎ

26. সমাজ সংস্কারের প্রধান উপায়-
A. অভিজ্ঞতা B. বিজ্ঞান
C. বুদ্ধিভিত্তিক সংস্কার D. বিশ্লেষণ

27. স্পেন্সারের সমাজ বিশ্লেষণের কয়টি তত্ত্ব?
A. ২টি B. ৫টি
C. ৬টি D. ৪টি

28. ডুর্খেইমের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ-
A. The spirit B. The logic
C. The suicide D. The speciality

29. কে বস্তুনিষ্ট সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন?
A. অগাস্ট কোঁৎ B. এমিল ডুর্খেইম
C. হার্বাট স্পেন্সার D. ইবনে খালদুন

30. পরার্থমূলক আত্মহত্যা ঘটার কারণ-
A. অর্থনৈতিক B. পারিবারিক
C. ব্যক্তিগত D. দেশের জন্য

31. পরার্থমূলক আত্মহত্যা ঘটার কারণ-
A. অর্থনৈতিক B. পারিবারিক
C. ব্যক্তিগত D. দেশের জন্য

32. রাষ্ট্রের উৎপত্তির ক্ষেত্রে 'সামাজিক চুক্তি' মতবাদের প্রবক্তা কে?
A. কার্ল মার্কস B. রুশো
C. ডুর্খেইন D. ওয়েবার

33. সমাজবিজ্ঞানের আদি প্রতিষ্ঠাতা কে?
A. ইবনে খালদুন B. কার্ল মার্কস
C. স্পেন্সার D. ডুর্খেইম

34. আসাবিয়া প্রত্যয়টি কোন সমাজবিজ্ঞানী ব্যবহার করেন?
A. অগাস্ট কোঁৎ B. ইবনে খালদুন
C. এমিল ডুর্খেইম D. লিমবাপ

35. ত্রয়স্তরের সূত্রটি কে দিয়েছেন?
A. অগাস্ট কোঁৎ B. ম্যাক্স ওয়েবার
C. কার্ল মার্কস D. ডুর্খেইম

উত্তরমালা									
23	C	24	C	25	D	26	C	27	A
28	C	29	B	30	D	31	D	32	B
33	A	34	B	35	A				

36. অগাস্ট কোঁতের মতে, প্রাকৃতিক নিয়ম-শৃঙ্খলা কীভাবে জানা সম্ভব?
A. ভূগোল অধ্যয়ন B. অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা
C. বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ D. ঘটনা প্রত্যক্ষকরণ

37. ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কী?
A. ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ
B. ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপট
C. দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সামাজিক রূপ
D. দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সামাজিক সংস্কার

38. 'First Principle' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
A. এমিল ডুর্খেইম B. কার্ল মার্কস
C. হার্বার্ট স্পেন্সার D. ম্যাক্স ওয়েবার

39. 'The Suicide' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
A. কার্ল মার্কস B. ডুর্খেইম
C. ম্যাক্স ওয়েবার D. হার্বার্ট স্পেন্সার

40. 'আত্মহত্যা' তত্ত্বটি কার?
A. ডুর্খেইম B. কার্ল মার্কস
C. হার্বার্ট স্পেন্সার D. ম্যাক্স ওয়েবার

41. 'শ্রমবিভাজন' তত্ত্বটি কার?
A. কার্ল মার্কস B. ম্যাক্স ওয়েবার
C. ডুর্খেইম D. ইবনে খালদুন

42. এমিল ডুর্খেইমের মতে কীভাবে সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয়?
A. শ্রমবিভাজনের মাধ্যমে B. শিল্পায়নের মাধ্যমে
C. ধনতন্ত্রের মাধ্যমে D. গণতন্ত্রের মাধ্যমে

43. মানুষ আদর্শ বর্জিত আত্মহত্যার দিকে ঝুঁকে পড়ে কেন?
A. সমাজজীবনে সর্বোচ্চ সুখ ভোগ করে বলে
B. সমাজজীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্নভাবে বলে
C. সমাজজীবনে যশ-খ্যাতি অর্জন হয় বলে
D. আত্মহত্যা করলে পরকালে সুখ লাভ হয় বলে

44. দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূল তাৎপর্য কী?
A. সমাজের মধ্যে নিয়ত দ্বন্দ্ব B. ব্যক্তি ও পারিবারিক অশান্তি
C. বস্তুর মধ্যে নিয়ত দ্বন্দ্ব D. সমাজের শ্রেণিবিভাজন

45. কোন সমাজবিজ্ঞানী অর্থনৈতিক উৎপাদনকে সমাজ পরিবর্তনের মৌল উপাদান হিসেবে নির্দেশ করেছেন?
A. ইবনে খালদুন B. হার্বার্ট স্পেন্সার
C. কার্ল মার্কস D. ম্যাক্স ওয়েবার

উত্তরমালা									
36	C	37	D	38	C	39	B	40	A
41	C	42	A	43	B	44	C	45	C

চতুর্থ অধ্যায়: সমাজবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয়

পারস্পরিক সম্পর্ক সূত্রে আবদ্ধ বা ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ারত এমন এক জনগোষ্ঠীর নাম সমাজ; যারা গড়ে তোলে তাদের নিজস্ব প্রথা ও জীবনযাত্রা প্রণালি।

সমাজের সংজ্ঞা

- **MacIver and Page** এর মতে, "যেসব সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে আমরা জীবনযাপন করি তাদের সুসংগঠিত রূপই সমাজ।"
- সমাজবিজ্ঞানী **Gisbert** (জিসবার্ট) এর মতে, "সমাজ হলো সামাজিক সম্পর্কের জাল, যে সম্পর্কের দ্বারা প্রত্যক মানুষ তার সঙ্গীদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।"
- এরিস্টটল তাঁর গ্রন্থ **'Politics'**- এ বলেছেন, "মানুষ স্বভাবতই সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব এবং যে লোক সমাজের সভ্য নয়, সে হয় দেবতা, না হয় পশু।"

সমাজের বৈশিষ্ট্য

- সমাজ হলো মানবগোষ্ঠীর **একই স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের** বন্ধন, যা ব্যক্তির পারস্পরিক বন্ধন দ্বারা গড়ে ওঠে।
- সমাজ একটি **বৃহৎ মানবীয় সামাজিক** সংগঠন।
- পারস্পরিক **স্বীকৃতি এবং** সাদৃশ্য যে কোনো সামাজিক সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।
- সমাজের মধ্যে **দ্বন্দ্ব সহযোগিতা** দুটিই বর্তমান।
- সমাজ **গতিশীল**। তথা সমাজ **সদা পরিবর্তনশীল**।
- সমাজে ভৌগোলিক **আয়তন** ও **সামাজিক উদ্দেশ্য** বিদ্যমান।
- **একই আদর্শ** ও সম-মনোভাবাপন্ন।
- সমাজের মধ্যে মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রা প্রণালি ও সংস্কৃতি রয়েছে।
- দুই বা ততোধিক ব্যক্তির **পরস্পরের সম্পর্কের সচেতনতা**।
- সামাজিক **আদর্শ** ও **সামাজিক মূল্যবোধ** বিদ্যমান।
- সমাজের ভিত্তি হিসেবে ঐক্য, স্থায়িত্ব, বন্ধুত্ব ও সংঘবদ্ধতা।
- সাধারণ **স্বার্থ** ও **উদ্দেশ্য** বিদ্যমান।

বিভিন্ন সমাজের তুলনা

সমাজবিজ্ঞানীগণ সমাজকে দু'ভাগে ভাগ করে ব্যক্তির সাথে দলের সম্পর্ক ও দলের ওপর ব্যক্তির প্রভাবকেই বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। বিশেষ সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেই এ প্রকারভেদ করা হয়েছে।

হার্বার্ট স্পেন্সার

১. Militant বা সংগ্রামশীল
২. Industrial বা শিল্প সমাজ

এমিল ডুর্খেইম

১. Mechanical Solidarity বা যান্ত্রিক সংহতি
২. Organic Solidarity বা জৈবিক সংহতি

হাওয়ার্ড বেকার

১. Sacred বা পূত
২. Secular বা লৌকিক

- **স্পেন্সার সমাজকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন।** যথা-
  ১. মৌলিক সমাজ
  ২. মিশ্রিত সমাজ
  ৩. দ্বি-মিশ্রিত সমাজ
  ৪. ত্রি-মিশ্রিত সমাজ
- **কার্ল মার্কস** তাঁর 'Contribution to the Critique of Political Economy' গ্রন্থে পাঁচটি সামাজিক স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তিতে সমগ্র সমাজকে ৫টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-
  ১. আদিম সাম্যবাদী সমাজ
  ২. দাসভিত্তিক সমাজ
  ৩. সামন্ততান্ত্রিক সমাজ
  ৪. পুঁজিবাদী সমাজ
  ৫. সমাজতান্ত্রিক সমাজ
- **ডুর্খেইম বলেছেন,** ব্যক্তিসত্ত্বার সমষ্টি থেকেই সমাজ সৃষ্টি হয়। সমাজকে তিনি বলেছেন, 'Mechanical Solidarity' এবং অপরটি একটি বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে, যখন সমাজের ধারণা করা যায়; যেমন- শ্রমবিভাগকে তিনি **'Organic Solidarity'** বলেছেন।

সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারণা

সংস্কৃতি হচ্ছে **Way of Life** বা জীবন ধারণের পদ্ধতি। এই অর্থে কোনো সমাজের সংস্কৃতি বলতে ঐ সমাজের জীবনযাত্রার প্রণালিকে বোঝানো হয়ে থাকে। বস্তুত কোনো সামাজিক জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্যের এক অনন্য সমন্বয় হচ্ছে ঐ সমাজের সংস্কৃতি।

সংস্কৃতির ধারণা

সংস্কৃতির ইংরেজি 'Culture' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ 'Colere' থেকে। এর অর্থ হলো **কর্ষণ বা চাষ**। সংস্কৃতি বলতে বুঝায় কর্ষণের মাধ্যমে কিংবা সংস্কারের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিষয়। **ষোড়শ শতকের শেষ দিকে ফ্রান্সিস বেকন** সর্বপ্রথম ইংরেজি সাহিত্যে Culture শব্দটি ব্যবহার করেন।

- **ম্যাকইভার (MacIver)-এর মতে,** "আমরা যা তাই আমাদের সংস্কৃতি"।
- **কার্ল মার্কস (Karl Mars)-এর মতে,** "সংস্কৃতি হলো উপরি কাঠামো।"

Marx-এর মতে

Basic Structure বা মৌল কাঠামো সমাজের **অর্থনৈতিক** প্রক্রিয়া তথা Base বা Foundation- কে চিহ্নিত করে।

অন্যদিকে, Super Structure হচ্ছে Base-এর ওপর ক্রিয়াশীল অর্থনৈতিক উপাদান ব্যতীত ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক সকল উপাদান, আইনকানুন, দর্শন, রাজনীতি, চিন্তা-চেতনা, আদর্শ ও মূল্যবোধ এবং শিল্পকলা ইত্যাদি।

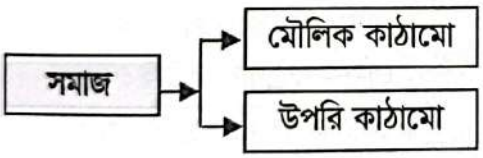

সভ্যতার ধারণা

সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে অদ্যাবধি মানবগোষ্ঠী তার প্রয়োজনে যা সৃষ্টি করল তাই সংস্কৃতি। আর এই **সংস্কৃতিই হলো সভ্যতার** প্রাণ, যাকে কেন্দ্র করে সভ্যতার আবির্ভাব ঘটল।

উৎপত্তি

সভ্যতার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Civilization, Civilization শব্দটি **ল্যাটিন** শব্দ 'Civilis' থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো **নাগরিক**। সুতরাং Civilization শব্দটির অর্থ হলো **সুসভ্য নাগরিক সমাজ,** যেখানে নগরাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। **দার্শনিক ভলতেয়ার** সর্বপ্রথম এ শব্দটি ব্যবহার করেন।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধরন

সংস্কৃতি হলো **সামাজিকতার ফল**। সমাজব্যবস্থায় বিদ্যমান এ সংস্কৃতিকে প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী **William F. Ogburn** তাঁর 'Social Change' গ্রন্থে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন-

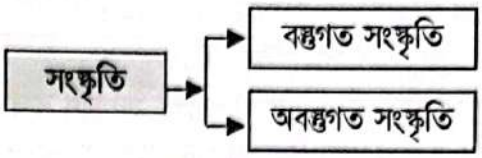

বস্তুগত সংস্কৃতি

মানুষের অর্জিত কিংবা **তৈরিকৃত দ্রব্যের** সমষ্টিই হলো বস্তুগত সংস্কৃতি। অর্থাৎ যে সংস্কৃতিকে দেখা যায়, সম্পর্ক করা যায় এবং যার **অবস্থিতি আছে** তাই বস্তুগত সংস্কৃতি। মানুষ জীবনধারণ করতে গিয়ে **যা কিছু ব্যবহার করে, সংগ্রহ করে এবং সৃষ্টি করে** তাই বস্তুগত সংস্কৃতি।

উদাহরণ:

ঘরবাড়ি, দালানকোঠা, ব্যবহারিক আসবাবপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, উৎপাদন কৌশল, যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার ইত্যাদি বস্তুগত সংস্কৃতি।

অবস্তুগত সংস্কৃতি

মানুষের **মনস্তাত্ত্বিক তথা ভাবগত** সৃষ্টিই হলো অবস্তুগত সংস্কৃতি। অর্থাৎ **যে সংস্কৃতিকে দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না কিন্তু অনুভব করা যায়** তাকে অবস্তুগত সংস্কৃতি বলে।

উদাহরণ:

সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, রীতি-নীতি, জ্ঞান, শিল্পকলা, সংগীত, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আইন ইত্যাদি অবস্তুগত সংস্কৃতি।

বস্তুগত সংস্কৃতি ও অবস্তুগত সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য

১. বস্তুগত সংস্কৃতি দৃশ্যমান এবং স্থানান্তরযোগ্য। অন্যদিকে, অবস্তুগত সংস্কৃতি অদৃশ্যমান এবং অহস্থান্তরযোগ্য।

২. বস্তুগত সংস্কৃতি অবস্তুগত সংস্কৃতির ফসল। অন্যদিকে, অবস্তুগত সংস্কৃতি বস্তুগত সংস্কৃতির উৎস।

৩. বস্তুগত সংস্কৃতি দ্রুত পরিবর্তন হয়। অন্যদিকে, অবস্তুগত সংস্কৃতি ধীরগতিতে পরিবর্তন হয়।

৪. বস্তুগত সংস্কৃতি সহজে চিহ্নিত করা যায়। অন্যদিকে, অবস্তুগত সংস্কৃতি সহজে চিহ্নিত করা যায় না।

**** ১৯৫৩ সালে অগবার্ন ও নিমকফ তাঁদের A Hand Book of Sociology নামক গ্রন্থে সাংস্কৃতিক ব্যবধানের সংজ্ঞা দেন।*

দল বা গোষ্ঠী

গোষ্ঠী

সমাজবিজ্ঞানের একটি অন্যতম মৌলিক প্রত্যয় হলো সামাজিক গোষ্ঠী বা দল। গোষ্ঠী বা দল গড়ে ওঠে কতিপয় **ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে।**

সামাজিক গোষ্ঠী

যে কোনো সংখ্যক ব্যক্তি যাদের একটি **সাধারণ স্বার্থ** রয়েছে এবং স্বার্থের কারণে যারা পরস্পর পরস্পরের অভিজ্ঞতায় কম বা বেশি মাত্রায় শরীক হয় এমন একটি সমষ্টিকে সামাজিক দল বা গোষ্ঠী বলে।

সামাজিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য

ব্যক্তির সমষ্টি	স্থিতিশীলতা
সাধারণ স্বার্থ	আমরা অনুভূতি
সদস্যদের মধ্যকার মিথস্ক্রিয়া	গোষ্ঠী আদর্শ
পারস্পরিক সচেতনতা	গোষ্ঠী ঐক্য এবং সংহতি

সামাজিক গোষ্ঠীর আরো কিছু বৈশিষ্ট্য

- সমজাতীয় আচরণ
- গোষ্ঠীর আকার
- গোষ্ঠী হচ্ছে গতিশীল
- ব্যক্তিত্বের ওপর প্রভাব

সামাজিক গোষ্ঠীর শ্রেণিবিভাগ

❑ **চার্লস হরটন কুলি** 'Social Organization' নামক গ্রন্থে গোষ্ঠীকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

১. **প্রাথমিক দল**

যে গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে **প্রত্যক্ষ বা মুখোমুখি** ও গভীর সংযোগ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে তাকে প্রাথমিক দল বা Primary group বলে। যেমন- পরিবার, খেলার সাথী ইত্যাদি।

২. **মাধ্যমিক দল**

যে গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক **পরোক্ষ সংযোগ** সম্পর্ক হলো **গৌণ বা নৈর্ব্যক্তিক**, তাকে মাধ্যমিক দল বলে। এ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে মানসিক দূরত্ব বেশ প্রবল। যেমন- শিক্ষক সমিতি, রাজনৈতিক দল।

❑ **ডব্লিউ, ডব্লিউ সামনার** 'Folkways' গ্রন্থে গোষ্ঠীকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

১. **অন্তর্গোষ্ঠী**

যে গোষ্ঠীর সদস্যদের **গভীর মমত্ববোধ** এবং গোষ্ঠীর সঙ্গে **নিবিড় সম্পর্ক** বা সংযুক্তি বোধ বর্তমান থাকে তাকে In-group বলে। এ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে **We feeling** বা আমরা অনুভূতি বিদ্যমান।

২. **বহির্গোষ্ঠী**

যে সমস্ত গোষ্ঠীর প্রতি আমাদের মনোভাব **ঔদাসীন্যের বা শত্রুতার**, সেই সকল গোষ্ঠীই হলো বহির্গোষ্ঠী। এ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে **The feeling** বা তারা অনুভূতি বিদ্যমান।

❑ **সি.এ. এলউড** 'Psychology of Human Society' গ্রন্থে গোষ্ঠীকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যথা-

১. ঐচ্ছিক গোষ্ঠী	যে গোষ্ঠীর সদস্যরা **নিজেদের ইচ্ছায়** গোষ্ঠীর সদস্যপদ গ্রহণ করেন তাকে ঐচ্ছিক গোষ্ঠী বলে। **যেমন-** রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংগঠন, ফুটবল ক্লাব ইত্যাদি।
২. অনৈচ্ছিক গোষ্ঠী	যে গোষ্ঠীর সদস্যরা **ইচ্ছে করে নয়**, বরং জন্মগতভাবে সদস্যপদ লাভ করে সেই গোষ্ঠীকে অনৈচ্ছিক গোষ্ঠীক বলে। **যেমন-** পরিবার, নগর, রাষ্ট্র ইত্যাদি।

❑ **পার্ক এবং বার্জেস** গোষ্ঠীকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন।

১. স্থানভিত্তিক গোষ্ঠী	যেসব গোষ্ঠী কোনো একটি **নির্দিষ্ট এলাকায়** পড়ে ওঠে তাকে স্থানভিত্তিক গোষ্ঠী বলা হয়। **যেমন-** সম্প্রদায়, রাষ্ট্র ইত্যাদি।
২. অস্থানভিত্তিক গোষ্ঠী	কোনো **নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ নয়** এমন গোষ্ঠীকে অবস্থানভিত্তিক গোষ্ঠী বলা হয়। **যেমন-** শ্রেণি, জনতা ইত্যাদি।

সংঘ বা সমিতি

❑ **সমাজবিজ্ঞানী মরিস জিন্সবার্গ-** জনসমষ্টি সমবেত হয়ে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে সংঘ গঠন করে। যেমন- ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সমবায় সমিতি, শিক্ষক সমিতি, ফুটবল ক্লাব ইত্যাদি এক একটি সংঘ। এদের প্রত্যেকটির বিশেষ উদ্দেশ্য বিদ্যমান।

সংঘ বা সমিতির বৈশিষ্ট্যসমূহ

- সংঘ বা সমিতির প্রাথমিক কর্তব্য হলো সমাজস্থ মানুষের বা কোনো সম্প্রদায়ের **সেবা করা।**
- যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো সময়ে এর **বিধিবিধান** মেনে চলার **অঙ্গীকার** করে সদস্য হতে পারেন।
- সংঘের সদস্যদের মধ্যে **স্বজাত্যবোধের** বা সাম্প্রদায়িক চেতনার প্রাধান্য নেই।
- সংঘ বিভিন্ন **উদ্দেশ্য** নিয়ে গঠিত।
- সংঘের মাধ্যমে মানুষের **চাহিদা পূরণের** বাস্তব প্রয়াস চালানো হয়।
- সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে **ব্যক্তির উদ্দেশ্য** বাস্তবায়নের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে সংঘ গঠিত।
- সংঘের **সদস্য হবার ব্যাপারটা ব্যক্তির ইচ্ছাধীন।**
- সংঘ বা সমিতির কার্যাবলির সম্পাদনের জন্য একটি **কার্যকরী পরিষদ এবং নীতিমালা** একান্ত প্রয়োজন।

সংঘের শ্রেণিবিভাগ

১. ঐচ্ছিক সংঘ	যে সংঘের সদস্যরা নিজেদের **ইচ্ছায়** সংঘের সদস্যপদ গ্রহণ করে তাকে ঐচ্ছিক সংঘ। বলে। **যেমন-** রাজনৈতিক সংঘ, শ্রমিক সংঘ, যুব সংঘ, সাংস্কৃতিক সংঘ ইত্যাদি।
২. অনৈচ্ছিক সংঘ	যে সংঘের সদস্যরা ইচ্ছে করে নয় বরং **জন্মগতভাবে** সদস্যপদ লাভ করে সেই সংঘকে অনৈচ্ছিক সংঘ বলে। **যেমন-** পরিবার, সম্প্রদায়, নগর, রাষ্ট্র, জাতি, বর্ণ, প্রথা, নৃগোষ্ঠী ইত্যাদি।

সম্প্রদায়

সম্প্রদায় হচ্ছে "an area of common living." অর্থাৎ **সম্প্রদায়ের সদস্যরা একটি এলাকার বাসিন্দা** এবং তাদের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংহতি, যা তাদেরকে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ রাখে।

সম্প্রদায়ের ভিত্তি

সম্প্রদায়ের দুটি মৌল ভিত্তি রয়েছে। যথা-

১. অঞ্চল বা এলাকা এবং
২. সম্প্রদায়গত মানসিকতা

- ম্যাকাইভার সম্প্রদায়ের উদাহরণ হিসেবে গ্রাম, শহর, উপজাতি এবং জাতির কথা উল্লেখ করেছেন।

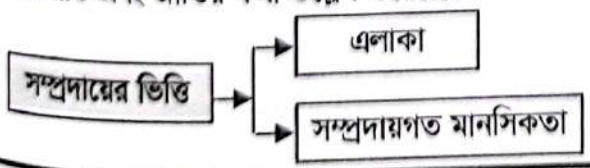

বস্তুত একই নীতি, আদর্শ ও ধর্মীয় চেতনাবোধ উদ্বুদ্ধ হয়েও সম্প্রদায় সৃষ্টি হতে পারে। যেমন- মুসলিমস সম্প্রদায়, হিন্দু সম্প্রদায়, বৌদ্ধ সম্প্রদায় ইত্যাদি। আবার ঐতিহ্যবাহী সমজাতীয় পেশা ও জীবনযাত্রা নির্ভরেও সম্প্রদায় গড়ে উঠতে পারে। যেমন- তাঁতি সম্প্রদায়, জেলে সম্প্রদায় ইত্যাদি।

প্রতিষ্ঠানের ধারণা

প্রতিষ্ঠান বলতে সাধারণত কতকগুলো প্রতিষ্ঠিত কার্যপ্রণালিকে বোঝায়। এ কার্যপ্রণালি সংঘবদ্ধভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে; যেমন- পরিবার, রাষ্ট্র ও বিবাহ। প্রতিষ্ঠান হলো **দলগত কর্মের প্রতিষ্ঠিত রূপ,** যার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব।

প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য

- একটি **প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত ব্যবস্থার** নাম প্রতিষ্ঠান।
- প্রচলিত ধারণা যা **পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে** বা কার্যপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে টিকে থাকে।
- এটি **ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ** করে।
- এটি **বহুমুখী** সামাজিক কাজকর্ম সম্পাদন করে।
- এটি **সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত** ও পরিচালিত।
- এটি **সমাজকাঠামোর উপাদান এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ধারক ও বাহক।**
- কালের চক্রে সামাজিক প্রতিষ্ঠান সবসময়ই প্রতিনিয়ত **পরিবর্তনশীল।**

প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিবিভাগ

১. সামাজিক গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান

সামাজিক বন্ধনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে টিকিয়ে রাখার জন্যই সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান গঠিত হয়েছে।

(ক) সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার ও বিবাহ প্রথা: পরিবারকে **সমাজজীবনের মূলকেন্দ্র** বলা হয়। সামাজিক, আচার, রীতিনীতি সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষা মানুষ পরিবার থেকেই লাভ করে।

(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া।

(গ) সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান: সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং জীবনধারণগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমাজস্থ মানুষের একটা যোগসূত্র রয়েছে।

(ঘ) প্রথা বা আচার: ইংরেজি 'Custom' শব্দের অর্থ হলো প্রথা।

(ঙ) লোকাচার: সমাজে এমন কয়েকটি রীতি আছে যেগুলো কেউ **লঙ্ঘন করলে তার ওপর কোনোরূপ বিধিনিষেধ প্রয়োগ করা হয় না।** এ জাতীয় বিধিসমূহকে **উইলিয়াম গ্রাহাম সামনার** লোকাচার বলে অভিহিত করেছেন।

প্রথা, লোকাচার ও লোকরীতির ধারণা এবং এদের মধ্যকার সম্পর্ক

প্রথা

অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ-এর মতে, "প্রথা হলো আচরণবিধি বা জটিল রীতির সমষ্টি।" সুদূর অতীত থেকে এ ধারা চলে আসছে বলে প্রথার মধ্যে **তিনটি উপাদানের** সন্ধান পাওয়া যায়; **একই প্রকার পৌনঃপুনিক আচরণ, সামাজিক প্রকৃতি এবং মূল্যমান।**

- **অধ্যাপক জিসবার্ট প্রথার তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। যথা-**
  - (ক) আচরণের ধারাবাহিকতা
  - (খ) সামাজিক প্রকৃতি
  - (গ) আদর্শগত মূল্যমান

লোকরীতি

লোকাচার শব্দটির মতো Mores শব্দটিও **অধ্যাপক উইলিয়াম** প্রবর্তন করেছেন। Mores শব্দটি **ল্যাটিন** বিশেষ্য 'Mos' শব্দটির বহুবচন, যার অর্থ **আচরণ বা প্রথা। সামনার** এই ল্যাটিন শব্দটির সঙ্গে **'সঠিক', 'সত্য', 'কল্যাণ'** প্রভৃতি শব্দ যুক্ত করেন। যেসব লোকাচার পালন করার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা থাকে, সেইসব লোকাচারকে সামনার Mores বা লোকরীতি আখ্যা দিয়েছেন।

*** 'লোকাচার' (Folkways) প্রকাশিত হয়- ১৯০৬ সালে।*

সমাজকাঠামোর ধারণা

সমাজবিজ্ঞানে ১৯৪৫ সাল থেকে Social Structure প্রত্যয়টি একটি সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। সমাজ মূলত **দুটি** কাঠামোয় বিভক্ত-

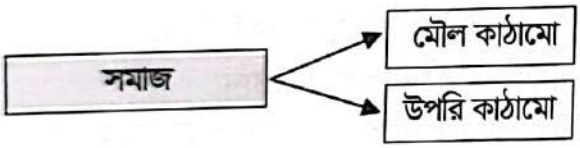

উপরিকাঠামোর রয়েছে দুটি রূপ- **একটি সামাজিক এবং **অন্য সাংস্কৃতিক** উপরিকাঠামোর সামাজিক রূপের মধ্যে রয়েছে আইন-কানুন, দর্শন ও রাজনীতি। আসলে মার্কসীয় মতে সমাজ কাঠামো **অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক** উপাদান এই তিনটির মিশ্ররূপ এবং এসব পরস্পর নির্ভরশীল। সমাজ কাঠামোর **অজৈবিক ধারণাকে** সমাজবিজ্ঞানে মার্কসীয় ধারণা বলে বিবেচনা করা হয়।

- **Social Structure কথাটি ক্রমাগত নিম্নোক্ত ৪টি শব্দ থেকে এসেছে-**

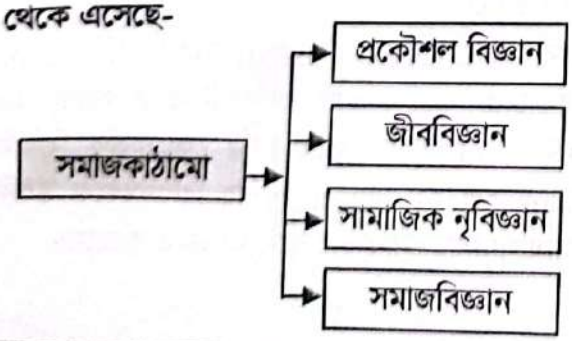

সমাজকাঠামোর মার্কসীয় ও অমার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি

বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সামাজিক কাঠামোর দুটি ধরন লক্ষ করা যায়-

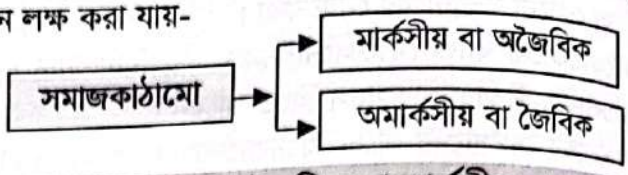

Marxist/ অজৈবিক বা মার্কসীয় ধারণা

- সমাজকাঠামো একটি **ক্রমবিকশিত সত্তা।**
- এটি **ঐতিহাসিক বিবর্তন** প্রক্রিয়ার ফল।
- সমাজকাঠামো **সহজ অবস্থা থেকে জটিল অবস্থায়** এসেছে।
- **বস্তুগত ভিত্তি** দ্বারাই সমাজকাঠামো বিবর্তিত হয়।
- **দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায়** সমাজ বিকশিত হয়।

মার্কসীয় ধারণারয় কাঠামো গড়ে ওঠে **উৎপাদনের উপায় এবং উৎপাদন সম্পর্ককে কেন্দ্র করে।** এভাবে **মার্কসীয়দের মতে,** ইতিহাসে নির্দিষ্ট সংখ্যক সামাজিক কাঠামোর অস্তিত্ব দেখা যায়-

- আদিম সাম্যবাদী সমাজকাঠামো।
- দাসভিত্তিক সমাজকাঠামো।
- সামন্ততান্ত্রিক সমাজকাঠামো।
- পুঁজিবাদী সমাজকাঠামো।
- আধুনিক সাম্যবাদী সমাজকাঠামো।

Basic Structure বা মৌল কাঠামো সমাজের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া বা Base বা Foundation বা Society'র Dynamism-কে চিহ্নিত করে। পক্ষান্তরে Super Structure হচ্ছে Base-এর ওপর ক্রিয়াশীল অর্থনৈতিক উপাদান ব্যতীত ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক সকল উপাদান, আইন-কানুন, দর্শন, রাজনীতি, চিন্তা-চেতনা, শিল্পকলা ইত্যাদি।

Non-Marxist বা অমার্কসীয় বা জৈবিক ধারণা

- সমাজকাঠামোর প্রকৃতি **জৈব প্রকৃতির অনুরূপ।**
- সমাজকাঠামোর অন্তঃস্থ উপাদানসমূহ জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতোই পরস্পর **অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে** আবদ্ধ।
- জীবদেহের মতোই বিভিন্ন অংশ **পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করা যায়।**
- সমাজকাঠামো **বিমূর্ত।**
- এটি হচ্ছে **সামাজিক সম্পর্কের পাঠ।**
- ঐতিহাসিক **বিবর্তিত সত্য নয়।**

সমাজকাঠামোর বৈশিষ্ট্য

সমাজ কাঠামোর জৈবিক ধারণার প্রবক্তা হলেন সামাজিক নৃবিজ্ঞানী **রেডক্লিফ ব্রাউন**। ব্রাউনের বক্তব্যে মানব সমাজ একটি **'Organism'**।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

ভূতত্ত্বে ব্যবহৃত **Strata** প্রত্যয়টি যা মাটি ও শিলার বিভিন্ন স্তর বুঝতে ব্যবহৃত হতো তাই ক্রমে সমাজের উঁচু- নিচু বিভিন্ন শ্রেণি বা মর্যাদার মানুষকে বুঝাতে সমাজবিজ্ঞানী কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য

- সামাজিক স্তরবিন্যাস হলো **মানবিক সম্পর্কের স্তরবিন্যাস**।
- সামাজিক স্তরবিন্যাস **সর্বজনীন**।
- সামাজিক স্তরবিন্যাস **সামাজিক মিথস্ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে**।
- সামাজিক স্তরবিন্যাস **মর্যাদার ভিত্তিতে** বিভক্তিকরণ।
- **সর্বব্যাপিতা** সামাজিক স্তরবিন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
- সামাজিক স্তরবিন্যাস একটি **সুপ্রাচীন ব্যবস্থা**।

সামাজিক গতিশীলতার ধরন

সামাজিক গতিশীলতা সাধারণত দুই প্রকার। যথা-

১. অনুভূমিক গতিশীলতা	একই সামাজিক স্তরের মধ্যে সমমর্যাদাসম্পন্ন একটি পদ পরিবর্তন করে আর একটি পদে যাওয়াকে অনুভূমিক গতিশীলতা বলে। **এতে পেশাগত বা কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটলেও মর্যাদার ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন ঘটে না।**
২. উল্লম্বী গতিশীলতা	কোনো ব্যক্তির একটি সামাজিক স্তর থেকে অন্য সামাজিক স্তরে পরিবর্তন হওয়াকে উল্লম্বী গতিশীলতা বলে। **এটি হচ্ছে শ্রেণিবিন্যাসের উঁচু অথবা নিচু অবস্থানে গমন কর।**

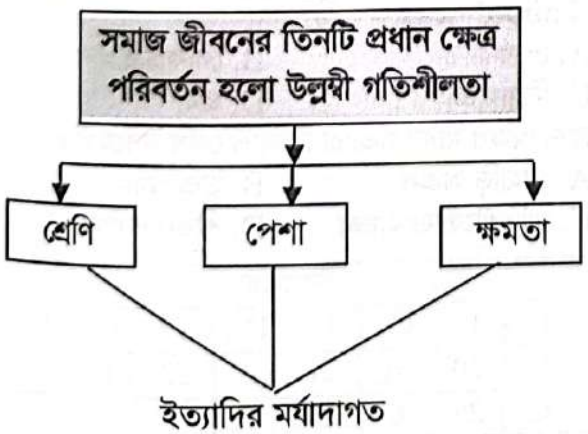

সামাজিক গতিশীলতার কারণসমূহ

ক্র.নং	কারণসমূহ
১.	অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
২.	মানবসমাজের সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন।
৩.	শিল্পায়নের ফলে পেশায় বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়।
৪.	বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব।
৫.	মুক্ত ও প্রতিযোগিতাময় সমাজে।
৬.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমূলক শিক্ষা
৭.	সমাজে ব্যক্তির সম্মান বা মর্যাদার পরিবর্তন করে অন্য স্তরে মর্যাদার আসন লাভ করে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ধারণা

আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী **E. A. Ross ১৯০১ সালে তাঁর "Social Control" নামক গ্রন্থে** সর্বপ্রথম সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রত্যয়টির অবতারণা দেন।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ২ ধরনের বাহন

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক বা বিধিবদ্ধ: বিধিবদ্ধ বা প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহনগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো-

- রাষ্ট্র এবং আইন
- বলপ্রয়োগ বা চাপ সৃষ্টি
- সরকার
- ধর্ম
- শিক্ষা
- পরিবার

❑ **সরকার:** এটি একটি সর্বজনীন বাহন।

(খ) অপ্রাতিষ্ঠানিক বা অবিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

- মতাদর্শ
- নেতৃত্ব
- প্রথা
- ব্যক্তিত্ব
- বিবাহ
- পৌরাণিক কাহিনী
- সামাজিক শ্রেণি
- চিত্তবিনোদন
- শিল্পকলা ও সাহিত্য
- ধর্মীয় নিষেধ
- জনমত
- শাস্তি ও পুরস্কার

❑ **প্রথা:** প্রথা হলো একটি অলিখিত আইন।

❑ **বিবাহ** মানুষের যৌনতায়, সন্তান লাভ ও ভাবাবেগগত আচরণ বিবাহের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত।

❑ **সামাজিক শ্রেণি** প্রত্যেক সমাজেই একটি Superior বা Dominant Class অন্যান্য Inferior Class-এর ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

❑ **পৌরাণিক কাহিনী:** সাধারণত পৌরাণিক কাহিনী হচ্ছে কল্পনাশ্রয়ী গল্প।

❑ **ধর্মীয় নিষেধ:** ট্যাবু বলতে বোঝায় কোনো কিছু করার ওপর নিষেধ আরোপ।

অনুশীলনী

01. যখন একাধিক ব্যক্তি একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে তখন তাকে কী বলে?
A. সংঘ B. সমাজ
C. সম্প্রদায় D. গোষ্ঠী বা দল

02. একই আয় ও সুযোগ-সুবিধা ভোগকারী গোষ্ঠীকে বলে-
A. জাতি B. পরিবার
C. শ্রেণি D. সম্প্রদায়

03. কার্ল মার্কসের মতে সমাজের মৌল কাঠামো কোনটি?
A. আইন B. অর্থনীতি
C. সংস্কৃতি D. রাজনীতি

04. সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় মৌল প্রত্যয় কোনটি?
A. সমাজকাঠামো B. সমাজ
C. সংঘ D. সম্প্রদায়

05. 'মৌল কাঠামো' ও 'উপরি কাঠামো' ধারণা দুটি কার?
A. ডুর্খেইম B. অগাস্ট কোঁৎ
C. কার্ল মার্কস D. ম্যাকাইভার

06. হেনরি মর্গানের মতে সমাজ বিবর্তনের স্তর কয়টি?
A. ৩ B. ৪ C. ৫ D. ৬

07. 'আমরা যা তাই হলো সংস্কৃতি'- উক্তিটি কার?
A. ম্যাকাইভার B. ডুখেইম
C. গিডিংস D. হবহাউস

08. সমাজ যে ধরনের সংগঠন-
A. সেবামূলক B. আর্থিক
C. মানবীয় D. রাজনৈতিক

09. সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য কয়টি?
A. দুইটি B. তিনটি C. চারটি D. পাঁচটি

10. 'Taboo' শব্দের অর্থ কী?
A. লোকরীতি B. লোকাচার
C. নিষেধাজ্ঞা D. প্রথা

11. অবস্তুগত সংস্কৃতির উদাহরণ কোনটি?
A. নকশীকাঁথা B. একতারা
C. শেষের কবিতা বই D. রবীন্দ্র সংগীত

12. সমাজের মৌল কাঠামোর অংশ কোনটি?
A. অর্থনীতি B. সংস্কৃতি C. ভাবাদর্শ D. আইন

13. সম্প্রদায়ের মৌল ভিত্তি হয়-
A. এলাকা B. সম্প্রদায়গত মানসিকতা
C. সংহতিবোধ D. উপরোক্ত সবগুলো

উত্তরমালা									
01	B	02	D	03	B	04	A	05	C
06	A	07	A	08	C	09	A	10	C
11	D	12	A	13	D				

14. একটি বিমূর্ত প্রত্যয় হলো-
A. গোষ্ঠী B. সামাজিকীকরণ
C. সমাজ কাঠামো D. পরিবার

15. দ্বন্দ্বমূলক গোষ্ঠীর উদাহরণ কোনটি?
A. জাতিবর্ণ B. পরিবার
C. শ্রমিক সংঘ D. সম্প্রদায়

16. অস্থায়ী গোষ্ঠীর উদাহরণ কোনটি?
A. শ্রমিক সংঘ B. পরিবার
C. বিদ্যালয় D. জনতা

17. সমাজজীবনের প্রথম ধাপ হিসেবে কোনটি বিবেচ্য?
A. রাষ্ট্র B. পরিবার C. বিদ্যালয় D. সমাজ

18. একই আয় ও সুযোগ-সুবিধা ভোগকারী গোষ্ঠীকে বলে-
A. জাতি B. পরিবার
C. শ্রেণি D. সম্প্রদায়

19. Mores শব্দের অর্থ কী?
A. প্রথা
B. আদর্শ যার শক্তিশালী নৈতিক তাৎপর্য রয়েছে
C. লোকরীতি D. আদর্শ

20. ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সব ধরনের সামাজিক সম্পর্ককে কী বলা হয়?
A. সমাজকাঠামো B. সম্প্রদায়
C. গোষ্ঠী D. দল

21. ঐচ্ছিক দল নির্দেশ করে কোনটি?
A. পরিবার B. রাজনৈতিক সংগঠন
C. সম্প্রদায় D. রাষ্ট্র

22. একই এলাকা ও সম মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ নিয়ে গঠিত হয় কোনটি?
A. সমাজ B. সম্প্রদায় C. সংঘ D. গোষ্ঠী

23. অবস্তুগত সংস্কৃতির উদাহরণ কোনটি?
A. নকশিকাঁথা B. একতারা
C. শেষের কবিতা বই D. রবীন্দ্রসংগীত

24. সামাজিক নিয়ন্ত্রণে কোনটির ভূমিকা বেশি কার্যকর?
A. সংবাদপত্র B. রেডিও
C. জনমত D. টেলিভিশন

25. 'Taboo' শব্দের অর্থ কী?
A. লোকরীতি B. লোকাচার
C. নিষেধাজ্ঞা D. প্রথা

26. কোন অঞ্চল মানব সভ্যতা বিকাশে বেশি উপযোগী?
A. পাহাড়ি অঞ্চল B. উষ্ণ অঞ্চল
C. নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল D. শীতল অঞ্চল

উত্তরমালা									
14	C	15	C	16	D	17	B	18	D
19	C	20	A	21	B	22	B	23	D
24	C	25	C	26	C				

27. কোনটি অবস্থাগত সংস্কৃতি?
A. সুতি শাড়ি B. হারমোনিয়াম
C. শেষের কবিতা বই D. নজরুল সংগীত

28. সেবা ও রক্ষা নামক সামাজিক চুক্তি ছিল-
A. আদিম যুগে B. পশুপালন যুগে
C. দাস যুগে D. সামন্ত যুগে

29. 'Society' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
A. জিসবার্ট B. কার্ল মার্কস
C. ম্যাকাইভার D. ম্যাকাইভার ও পেজ

30. 'Culture' শব্দটি সর্বপ্রথম কে ব্যবহার করেন?
A. অগবার্ন ও নিমকফ B. ম্যাকাইভার
C. ফ্রান্সিস বেকন D. কার্ল মার্কস

31. কত সালে 'Social Structure' শব্দটি সমাজবিজ্ঞানে পরিগ্রহ হয়?
A. ১৯৪০ সালে B. ১৯৪২ সালে
C. ১৯৪৫ সালে D. ১৯৪৬ সালে

32. সমাজবিজ্ঞানীরা সামাজিক গতিশীলতাকে কয় ভাগে ভাগ করেছেন?
A. দুই ভাগে B. তিন ভাগে
C. চার ভাগে D. পাঁচ ভাগে

33. 'সমাজ অর্থ সহযোগিতা'-উক্তিটি কার?
A. কার্ল মার্কস B. ম্যাকাইভার
C. জিন্সবার্গ D. পোপেনো

34. কোন গোষ্ঠীতে আমাদের অনুভূতি বিদ্যমান থাকে?
A. প্রাথমিক গোষ্ঠী B. মাধ্যমিক গোষ্ঠী
C. বহির্গোষ্ঠী D. দ্বন্দ্বমূলক গোষ্ঠী

35. সত্য-মিথ্যা, ঠিক-বেঠিক, ভালো-মন্দা, কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সমাজের সদস্যদের ধারণার নাম কী?
A. মূল্যবোধ B. আদর্শ
C. প্রথা D. লোকাচার

36. সমাজের স্বাভাবিক গতিধারায় যেসব আচার-আচরণ, প্রথা, রীতিনীতি ও জীবনধারা গড়ে ওঠে তাকে কী বলে?
A. লোকরীতি B. প্রথা
C. সমাজ D. লোকাচার

37. নিচের কোনটি সমাজের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত?
A. গতিময়তা B. লেনদেনের ধারাবাহিকতা
C. আর্থিক স্বচ্ছলতা D. সংঘবদ্ধতা

38. সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, সমাজ উৎপত্তির কারণ কোনটি?
A. ভোজনপ্রিয়তা B. বিলাস-ব্যসন মনোভাব
C. স্মরণীয় হওয়া D. সামাজিক মানুষ

39. সভ্যতাকে বিবর্তন নামক সিঁড়ির শীর্ষ ধাপ বলে আখ্যা দিয়েছেন কে?
A. মন্টেস্কু B. মরগান
C. ম্যালিনোস্কি D. ম্যাকাইভার

40. সংস্কৃতিকে সভ্যতার প্রাণ বলা হয় কেন?
A. আর্থিক সমস্যা দূর হওয়ার কারণে
B. মানুষ আত্মনির্ভর হয়েছে বলে
C. সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূর হয়েছে বলে
D. সভ্যতার আবির্ভাব ঘটার কারণে

41. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহন কোনটি?
A. ধর্ম B. বিবাহ
C. পরিবার D. প্রচলিত আইন

42. সমাজের আদর্শস্থানীয় ব্যক্তিত্ব কোন ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখেন?
A. সামাজিক বিবর্তন B. সামাজিক পরিবর্তন
C. সামাজিক নিয়ন্ত্রণ D. সামাজিক অস্থিতিশীলতা

43. 'Custom'-শব্দের অর্থ কী?
A. প্রথা B. সংঘ C. গোষ্ঠী D. লোকাচার

44. সমাজবিজ্ঞানী কুলি গোষ্ঠীকে কয় ভাগে ভাগ করেছেন?
A. দুই ভাগে B. তিন ভাগে
C. চার ভাগে D. পাঁচ ভাগে

45. সামাজিক মানুষের উদ্দেশ্য ও ব্যক্তিসত্তার ব্যাপ্ততা নিয়ে কীসের সীমা নির্ধারিত হয়?
A. গোষ্ঠীর B. সংঘের C. সমাজের D. সম্প্রদায়ের

46. যুব সমিতি কোনটির উদাহরণ?
A. সংঘের B. গোষ্ঠীর C. সমাজের D. সম্প্রদায়ের

47. কীসের মানদণ্ডে সংস্কৃতিকে বিচার করা হয়ে থাকে?
A. দক্ষতার B. মননশীলতার
C. স্থায়িত্বের D. পরিমাপের

48. ম্যাকাইভারের ধারাভাষ্য অনুযায়ী কোনটি প্রযোজ্য?
A. সংস্কৃতি হচ্ছে খাঁটি হওয়া B. সংস্কৃতি হচ্ছে মার্জিত হওয়া
C. সংস্কৃতি হচ্ছে রুচিশীল হওয়া
D. সংস্কৃতি হচ্ছে আমরা যা তাই

49. প্রথা বা আচার বলতে কী বোঝায়?
A. অবশ্য পালনীয় আইন B. রাজনৈতিক আচরণের পদ্ধতি
C. সৃজনশীল বৃত্তিসমূহের বিকাশ
D. সামাজিক আচরণের অভ্যাসলব্ধ পদ্ধতি

50. সামাজিক গতিশীলতার অন্যতম কারণ হিসেবে কোনটি বিবেচ্য?
A. রাজনৈতিক অবস্থা B. অর্থনৈতিক অবস্থা
C. প্রশাসনিক অবস্থা D. আইন-শৃঙ্খলা

51. সামাজিক অসমতার প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশরূপ হলো-
A. সামাজিক স্তরবিন্যাস B. সামাজিক গতিশীলতা
C. সামাজিক সমস্যা D. অনুন্নয়ন

উত্তরমালা											
27	D	28	D	29	D	30	C	31	C		
32	A	33	B	34	A	35	A	36	D		
37	D	38	D	39	B						

উত্তরমালা									
40	D	41	C	42	C	43	A	44	A
45	C	46	A	47	B	48	D	49	D
50	B	51	A						

পঞ্চম অধ্যায়: সামাজিক প্রতিষ্ঠান

Old French শব্দ Mariage এবং ল্যাটিন শব্দ Maritare থেকে Marriage শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে। **সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ-** পরিবার, বিবাহ, ধর্ম, রাষ্ট্র, জ্ঞাতিসম্পর্ক ইত্যাদি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিবাহ হলো, একটি **সার্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান।**

বিবাহের বৈশিষ্ট্য

- একটি সামাজিক চুক্তি।
- পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ়, সুস্পষ্ট ও স্থায়ী করা হয়।
- মানুষের কামনা-বাসনাকে সামাজিক বিধিনিষেধ ও দায়দায়িত্বের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত করা হয়।
- বিভিন্ন জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কের জাল সৃষ্টি করা হয়।
- বর্তমানে বিবাহোত্তর স্বামী বা স্ত্রী উভয়ই যৌন সম্পর্ক বিষয়ক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করে।

বিবাহের প্রকারভেদ ও রীতি

(১) বহুবিবাহ ৩ প্রকার। যথা:

- একজন নারী যখন বহু স্বামী গ্রহণ করে তখন তাকে **বহুপতি বিবাহ** বলে।
- একজন পুরুষ যখন বহুপত্নীক বিবাহ করে তখন তাকে **বহুবিবাহ** বলে।
- যখন একাধিক পুরুষের একাধিক স্ত্রীলোকের সঙ্গে একই কালে বিবাহ হয় তখন এ প্রকার বিবাহকে **গোষ্ঠী বিবাহ** বলে।

(২) পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করার ওপর ভিত্তি করে ২ প্রকার

(ক) স্বগোত্রবিবাহ: যেমন- শূদ্রের ঘরের ছেলে এবং শূদ্রের ঘরের মেয়ের বিবাহ।

(খ) বহির্গোত্র বিবাহ: বহির্গোত্র বিবাহ বলতে কোনো ব্যক্তির নিজস্ব গোষ্ঠী বা গোত্রের বাইরে বিবাহকে বোঝায়।

(৩) সামাজিক মর্যাদার ওপর ভিত্তি করে ২ প্রকার

(ক) অনুলোম বিবাহ: উচ্চ জাতি-বর্ণের (যেমন-ব্রাহ্মণ) পুরুষদের সাথে নিম্ন জাতি-বর্ণের (যেমন-ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) নারীর বিবাহ হলে তাকে অনুলোম বিবাহ বলে।

(খ) প্রতিলোম বিবাহ: নিম্ন জাতি-বর্ণের পুরুষের সাথে উচ্চ জাতি-বর্ণের নারীর বিবাহ হলে এ ধরনের বিবাহ রীতিকে প্রতিলোম বিবাহ বলে। যেমন- শূদ্র পাত্রের সাথে ব্রাহ্মণ পাত্রীর বিবাহ।

লেভিরেট বিবাহ	• এই রীতি অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার বিধবা স্ত্রী **মৃত স্বামীর যে কোনো ভাইকে** বিবাহ করে।
সরোরেট বিবাহ	• কোনো ব্যক্তির স্ত্রী মারা গেলে সেই ব্যক্তি তার **মৃত স্ত্রীর কোনো বোনকে** বিবাহ করলে তাকে সরোরেট বিবাহ বলা হয়।
প্যারালাল কাজিন বিবাহ	• এ ধরনের বিবাহ হলো **চাচাতো বা খালাতো ভাই-বোনের** বিবাহ। • যদি দু'ভাইয়ের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অথবা দু'বোনের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় তাকে সমান্তরাল কাজিন বিবাহ বলে।
ক্রস কাজিন বিবাহ	• **মায়ের ভাইয়ের ছেলেমেয়েদের সাথে বাবার বোনের ছেলেমেয়েদের মধ্যে** অনুষ্ঠিত বিবাহ রীতিকে Cross Cousin Marriage বা বিষয় কাজিন বিবাহ বলা হয়। • **'অগ্রাধিকারভিত্তিক বিবাহ'** বলে- মামাতো ও ফুফাতো ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ।
ক্রয় বিবাহ	• কন্যার জন্য পণ দিয়ে বিবাহ রীতিকে ক্রয় বিবাহ বলে।

জোরপূর্বক বিবাহ

আদিম সমাজে এক গোষ্ঠীর ছেলে কর্তৃক অন্য গোষ্ঠীর মেয়েকে জোর করে বিবাহ করার রীতি প্রচলিত ছিল।

সমবিবাহ

পাত্র-পাত্রীর মধ্যে যখন **বয়স, শিক্ষা, রুচি, আর্থিক অবস্থা, সামাজিক মর্যাদা** প্রভৃতি নানা বিষয়ে **সমতা** পরিলক্ষিত হয়, তখন তাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিবাহকে সমবিবাহ বলে।

অসমবিবাহ

পাত্র-পাত্রীর মধ্যে যখন **বয়স, শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা, সামাজিক মর্যাদা** ইত্যাদি বিষয়ে **অসমতা** পরিলক্ষিত হয়, তখনসে বিবাহকে অসমবিবাহ বলে।

স্বনির্বাচিত বিবাহ

অভিভাবকের **মতামত ছাড়াই** পাত্র-পাত্রী যখন নিজেরাই জীবনের সাথী বেছে নেয় তখন তাকে স্বনির্বাচিত বিবাহ বলে।

সংযোজিত বিবাহ

যদি **অভিভাবক বা আত্মীয়-স্বজন** দ্বারা পাত্র-পাত্রী মনোনয়ন করে বিবাহের ব্যবস্থা করা হয়, তখন এ ধরনের বিবাহকে সংযোজিত বিবাহ বলে।

CamScanner

পরিবারের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

পরিবারের ইংরেজি Family শব্দটি latin শব্দ Familia থেকে নেওয়া হয়েছে, যার অর্থ Servant বা সেবক।

- **পরিবার হচ্ছে-** মানব সমাজের মৌলিক এবং ক্ষুদ্রতম প্রাচীন সংগঠন।
- **একটি শিশুর সামাজিকীকরণের প্রধান মাধ্যম হলো-** পরিবার।
- **সমাজের সর্বাপেক্ষা আদিম প্রতিষ্ঠান হলো-** পরিবার।

পরিবারের ভিত্তি

- Common residence
- Economic co-operation
- Reproduction in a socially approved
- **Family of orientation:** জন্মসূত্রে বা রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি যে পরিবারের সদস্য হয়, তাই Family of orientation.
- **(ii) Family of procreation:** বৈবাহিক সূত্রে কোনো ব্যক্তি যখন পরিবারের সদস্য হয়, তাই Familly of procreation.

পরিবারের বৈশিষ্ট্য

ম্যাকাইভার ও পেজ তাঁদের 'Society'তে পরিবারের **৫টি** বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন। যথা-

১. যুগল সম্পর্ক
২. বিবাহের মাধ্যমে নারী-পুরুষের মধ্যে স্থায়ী **যৌন সম্পর্ক** সৃষ্টি
৩. **বংশানুক্রমে** পরিবারের বিকাশ লাভ
৪. সাধারণ বাসস্থান বা **একই গৃহে** অবস্থান
৫. একটি **অর্থনৈতিক পদ্ধতির** মাধ্যমে গোষ্ঠী পরিচালনা

পরিবারের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

১. পরিবারের সদস্যদের কিছু **দায়িত্ব ও কর্তব্য** রয়েছে।
২. প্রত্যেক পরিবারের একটি **নিজস্ব নাম ও পরিচিতি** আছে।
৩. **সামাজিক অনুশাসন** মেনে চলতে হয়।
৪. পরিবার সামাজিক সংগঠনের **কেন্দ্রীয় অংশ**।
৫. এটি **বিশ্বজনীন**।
৬. **সহযোগিতার নীতি** বিদ্যমান।

পরিবারের উৎপত্তি ও বিবর্তন তত্ত্ব

L. H. Morgan তাঁর গ্রন্থ 'Ancient Society'-তে পরিবারের বিবর্তনকে নিম্নোক্তভাবে দেখিয়েছেন। যথা-

১. অবাধ যৌনাচার।
২. কন্যাংগুইন পরিবার বা রক্ত সম্পর্কিত পরিবার।
৩. পুনালুয়ান পরিবার বা দলগত বিবাহ সৃষ্ট পরিবার।
৪. সিনডিয়াসমিয়ান পরিবার বা জোড়া পরিবার।
৫. পিতৃতান্ত্রিক পরিবার।
৬. একক বিবাহভিত্তিক পরিবার।

- **কন্যাংগুইন পরিবার:** যৌন সম্পর্কের **দ্বিতীয় স্তর** এবং **মানবসমাজের প্রথম ও আদি পরিবার**। Morgan-এর মতানুযায়ী, আপন জ্ঞাতিসম্পর্কের ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহের ভিত্তিতে যে পরিবার গঠিত হয় তাকে কনস্যাংগুইন বা রক্ত সম্পর্কিত পরিবার বলা হয়।
- **পুনালুয়ান পরিবার:** Morgan বর্ণিত পরিবারের বিবর্তন ধারায় এটি হচ্ছে **দ্বিতীয়** এবং **যৌন সম্পর্কের তৃতীয় পর্যায়**।
- **সিনডিয়াসমিয়ান পরিবার:** এটি হচ্ছে **তৃতীয় স্তরের** পরিবার এবং **চতুর্থ পর্যায়ের যৌন** জীবন।
- **একক বিবাবহভিত্তিক পরিবার:** Morgan বর্ণিত পরিবারের বিবর্তন ধারায় এটি হচ্ছে **শেষ ধাপ**।

পরিবারের প্রকারভেদ ও কার্যাবলি

আকার অনুযায়ী কয়েক ধরনের পরিবার

(ক) অণু পরিবার: স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের সন্তানসন্ততি নিয়ে যে পরিবার গঠিত হয় তাকে অণু পরিবার বলে।

(খ) যৌথ পরিবার: যে পরিবারে স্বামী-স্ত্রী, সন্তানসন্ততি ছাড়াও স্বামীর ভাই-বোন, পিতা-মাতা একত্রে বাস করে সেই পরিবারকে যৌথ পরিবার বলে।

(গ) বর্ধিত পরিবার: একক পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে যে পরিবার গঠিত হয় তাকে বর্ধিত পরিবার বলে।

নয়াবাস পরিবার

বিবাহের পর পাত্র বা পাত্রী কারো পিত্রালয়ে না গিয়ে নিজেরা যদি তাদের নতুন বাসায় বসতি স্থাপন করে তাকে নয়াবাস বলে।

বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো

১. গ্রামের পরিবারগুলো **ঐতিহ্যগতভাবে যৌথ পরিবার**।
২. স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা বিবেচনায় বাংলাদেশে **এক বিবাহভিত্তিক** পরিবারই বেশি।
৩. দু-একটি নৃগোষ্ঠী ব্যতীত বাংলাদেশের **সর্বত্রই পিতৃপ্রধান** পরিবার লক্ষণীয়।
৪. বাংলাদেশে ইদানীং **নয়াবাস পরিবার বৃদ্ধি পাচ্ছে**।
৫. বাংলাদেশের পরিবার মূলত আমেরিকান সমাজের ন্যায়ই **দ্বি-সূত্রীয়** নীতি অনুসরণ করে। **পিতৃ এবং মাতৃ উভয়কুলের আত্মীয়দের প্রায় সমান গুরুত্ব দেন**।
৬. ঐতিহ্যগতভাবে পাশ্চাত্যের তুলনায় বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো অত্যন্ত **মজবুত**।

বাংলাদেশের পরিবারের উপর শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাব

- **প্রথমত,** শিল্পায়ন এবং নগরায়ণের ফলে গ্রামের যৌথ পরিবারের শিক্ষিত কর্মক্ষম ব্যক্তিরা শহরে **অণুপরিবার** গড়ে তুলছে। গ্রামীণ **যৌথ পরিবারে** ভাঙন ধরার ক্ষেত্রে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ভূমিকা রয়েছে।
- **দ্বিতীয়ত,** নগরস্থ পরিবারে **মাতৃবাস** পরিবার প্রায় অকল্পনীয়।
- **তৃতীয়ত,** নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে পরিবারগুলো আকারে ছোট।

চার প্রকারের জ্ঞাতিসম্পর্ক

১. জৈবিক বা রক্ত সম্পর্কিত বন্ধন

রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে যখন আত্মীয়তার সৃষ্টি হয় তখন তাকে বলা হয় জৈবিক বা রক্ত সম্পর্কিত বন্ধন।

(ক) বংশীয়: যখন একজনের থেকে আর একজনের জন্ম হয়, তখন এই ধরনের সম্পর্ককে Lineal বলা হয়। যেমন- ছেলের সাথে বাবার সম্পর্ক।

(খ) পাশাপাশি বা সহগামী: যখন দুজন একই জায়গায় থেকে জন্ম নেয় তখন তাদের দুজনের সম্পর্ককে Collateral বলা হয়। যেমন- ভাইয়ের সাথে বোনের, চাচার সাথে বাবার সম্পর্ক ইত্যাদি।

২. বৈবাহিক বন্ধন

কোনো মহিলা বা পুরুষ তাদের শ্বশুর-শাশুড়ি বা শ্বশুর-শাশুড়ি পক্ষের জ্ঞাতিদের সাথে বৈবাহিক বন্ধনে সম্পর্কযুক্ত।

৩. কাল্পনিক বন্ধন

এমন একটি বিশ্বাসে আত্মীয়তার সম্পর্ক যেখানে কোনো গোত্র মনে করেন যে তারা সবাই একই পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে। যেমন- ধর্ম পিতা-মাতা।

৪. কৃত্রিম বন্ধন বা প্রথাগত বন্ধন

রক্ত সম্পর্ক বা বৈবাহিক ভিত্তি ছাড়াও কৃত্রিমভাবে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। পূর্ব আফ্রিকার উগান্ডাবাসীরা অনাত্মীয়কে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মীয় করে নেয়।

মর্গান 'Ancient Society' গ্রন্থে জ্ঞাতিগোষ্ঠী সম্পর্কিত মতবাদটি দুভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন। যথা-
১. শ্রেণিমূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং
২. বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক
চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই, খালাতো ভাই, ফুফাতো ভাই ইত্যাদি একই শ্রেণিভুক্ত ভাই।

অনুশীলনী

01. মর্গানের মতে সিনডিয়াসমিয়ান যে ধরনের পরিবার-
A. দলগত B. আপন জ্ঞাতি
C. প্রাথমিক D. অস্থায়ী যুগল

02. মামাতো ফুপাতো ভাইবোনের বিবাহের ধরন কোনটি?
A. লেভিরেট B. সরোরেট
C. প্যারালাল কাজিন D. ক্রস কাজিন

03. মৃত স্ত্রীর বোনকে বিবাহ করার রীতিকে কী বলে?
A. লেভিরেট B. সরোরেট
C. প্যারালাল কাজিন D. ক্রস কাজিন

04. জামাল তার চাচাতো বোনকে বিবাহ করল। জামালের বিবাহটি কোন ধরনের?
A. লেভিরেট B. সরোরেট
C. প্যারালাল কাজিন D. ক্রস কাজিন

05. অনুলোম বিবাহ হলো-
A. উঁচু বংশের পাত্রের সাথে নিচু বংশের পাত্রীর বিবাহ
B. নিচু বংশের পাত্রের সাথে উঁচু বংশের পাত্রীর বিবাহ
C. কোনো বিপত্নীক পুরুষের সাথে কোনো স্ত্রী লোকের বিবাহ
D. কোনো বিধবা মহিলার সাথে কোনো পুরুষের বিবাহ

06. 'History of Human Marriage' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
A. এল. এইচ মর্গান B. কার্ল মার্কস
C. ওয়েস্টার মার্ক D. ম্যালিনস্কি

07. পরিবার গঠনের পূর্বশর্ত কী?
A. বিবাহ B. সামাজিকীকরণ
C. পারস্পরিক সম্পর্ক D. ভালোবাসা

08. কোনো বিধবা মহিলার সাথে তার মৃত স্বামীর যে কোনো ভাইয়ের বিবাহ দেওয়াকে কোন বিবাহ বলে?
A. সরোরেট B. ক্রস কাজিন বিবাহ
C. বহু বিবাহ D. লেভিরেট

09. ক্ষুদ্রতম আদি সামাজিক সংগঠন কোনটি?
A. গোষ্ঠী B. বিবাহ
C. রাষ্ট্র D. পরিবার

10. 'Ancient Society' গ্রন্থটি কার?
A. ওয়েস্টার মার্ক B. কার্ল মার্কস
C. ম্যাক্স ওয়েবার D. এল.এইচ মর্গান

উত্তরমালা

01	D	02	D	03	B	04	C	05	A
06	C	07	A	08	D	09	D	10	D

11. জৈবিক জ্ঞাতির উদাহরণ কোনটি?
A. দোস্ত B. শ্বশুর
C. চাচা D. ধর্ম ভাই

12. প্রথাগত জ্ঞাতির উদাহরণ কোনটি?
A. দেবর B. চাচাতো ভাই
C. খালাতো ভাই D. দোস্ত

13. কীসের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর যৌন চাহিদা পূরণ হয়?
A. বিবাহ B. প্রেম
C. ভালোবাসা D. হৃদ্যতা

14. বিবাহ সমাজের কী রক্ষা করে?
A. স্থায়িত্ব B. মূল্যবোধ
C. সৌহার্দ D. সম্প্রীতি

15. পরিবারের ভিত্তি কয়টি?
A. ২টি B. ৩টি
C. ৪টি D. ৫টি

16. মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনের সর্বজনীন রূপ কোনটি?
A. দল B. সংঘ
C. পরিবার D. প্রতিষ্ঠান

17. 'বিবাহ চিরন্তন সত্য'-এর বৈশিষ্ট্য কোনটি?
A. সম্পর্ক বিচ্ছেদ B. মূল্যবোধ নির্ণয়
C. আর্থিক সুবিধা লাভ D. সামাজিক চুক্তিবদ্ধতা

18. স্বামীরা পরস্পর ভাই হলে স্ত্রীরা পরস্পর বোন নয় এবং স্ত্রীরা পরস্পর বোন হলে স্বামীরা পরস্পর ভাই নয়-এটি কোন পরিবারের শর্ত?
A. রক্ত সম্পর্কিত পরিবার B. পুনালুয়ান পরিবার
C. পিতৃতান্ত্রিক পরিবার D. একক পরিবার

19. গ্রামীণ যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়ার কারণ কী?
A. সামাজিক কারণ B. পারিবারিক কারণ
C. অর্থনৈতিক কারণ D. সাংস্কৃতিক কারণ

20. মর্গানের মতে জ্ঞাতিসম্পর্কের ভিত্তি কী?
A. বংশপরিচয় B. সামাজিক সংহতি
C. পরিবার কাঠামো D. আর্থিক অবস্থা

21. প্রাচীনকালে ব্যাবিলনবাসী ও হিব্রুদের মধ্যে কোন বিবাহের প্রচলন ছিল?
A. কাজিন বিবাহ B. বহু স্বামী বিবাহ
C. বহু স্ত্রী বিবাহ D. সংযোজিত বিবাহ

উত্তরমালা									
11	C	12	D	13	A	14	A	15	B
16	C	17	D	18	B	19	C	20	A
21	C								

22. 'Kinship of Marriage' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
A. রবিন ফক্স B. মর্গান
C. ম্যালিনস্কি D. ওয়েস্টার মার্ক

23. কীসের মাধ্যমে সমাজের মানুষ তাদের সহজাত প্রয়োজনাদি মিটিয়ে থাকে?
A. সমাজের বিকাশের মাধ্যমে
B. সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে
C. সংঘ বা সমিতির মাধ্যমে
D. ব্যক্তিগত সৌহার্দ্যের মাধ্যমে

24. যখন দুজন একই জায়গায় থেকে জন্ম নেয় তখন তাদের দুজনের সম্পর্ককে কী বলা হয়?
A. জৈবিক সম্পর্ক B. সহগামী সম্পর্ক
C. বংশীয় সম্পর্ক D. কৃত্রিম বন্ধন

25. জ্ঞাতিসম্পর্ক অধ্যয়ন সমাজবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার যৌক্তিক কারণ কোনটি?
A. সম্পর্ক বিশ্লেষণ
B. উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে
C. সমাজকাঠামোর মূল অংশ
D. সমাজ সংগঠনের মূল প্রতিপাদ্য

26. মর্গান কীসের মাধ্যমে আদিম সমাজের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন?
A. ধর্মীয় সম্পর্ক B. নৈতিক সম্পর্ক
C. জ্ঞাতি সম্পর্ক D. আত্মিক সম্পর্ক

27. বর্তমানে জ্ঞাতিত্বের ভূমিকা হ্রাস পাওয়ার কারণ কী?
A. অর্থনৈতিক মন্দা
B. ক্রমবর্ধমান নাগরিক জটিলতা
C. ক্রমবর্ধমান সামাজিক জটিলতা
D. আধুনিক নগরকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা

28. পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক বুঝাতে কোন প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়?
A. জ্ঞাতিসম্পর্ক B. পরিবার
C. বিবাহ D. সম্প্রদায়

29. মর্গান জ্ঞাতিসম্পর্ককে কয় ভাগে ভাগ করেছেন?
A. দুই ভাগে B. তিন ভাগে
C. চার ভাগে D. পাঁচ ভাগে

উত্তরমালা									
22	A	23	A	24	B	25	D	26	C
27	C	28	A	29	A				

ষষ্ঠ অধ্যায়: সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান

সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী ৪টি মৌল উপাদান রয়েছে।

৪টি মৌল উপাদান হলো

- ভৌগোলিক উপাদান
- জৈবিক বা বংশগত উপাদান
- কৃৎকৌশলগত বা সাংস্কৃতিক উপাদান
- গোষ্ঠীগত বা সামাজিক উপাদান

অর্থনীতি

ভূগোল শাস্ত্রে Economic graph বলে যে শাখা আছে তাতে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আর্থিক প্রাধান্যের দিক আলোচনা করা হয়। অর্থনীতিতে যাকে 'Localisation of Industry' বলা হয় যার মূল সূত্র অনেক ক্ষেত্রেই ভৌগোলিক কারণ।

সমাজজীবনে জৈবিক বা বংশগত উপাদানের প্রভাব

উন্নত জীবকোষে দুই প্রকারের নিউক্লিক এসিড পাওয়া যায়। যথা- রাইবো নিউক্লিক এসিড এবং ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড এদের মধ্যে DNA-কেই বংশগতির ধারক ও বাহক বা 'জিন' নামে অভিহিত করা হয়। তবে কোনো ভাইরাসের দেহে কেবলমাত্র RNA থাকে।

সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব

ই.বি. টেইলরের মতে, "সংস্কৃতি হচ্ছে সেই জটিল একটি পূর্ণ ব্যবস্থা যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সমাজবাসীর জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম, ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, শিল্পকলা, আইন, নীতিকথা, আচার-ব্যবহার, অভ্যাস, মূল্যবোধ প্রভৃতি যা তারা বংশানুক্রমে অর্জন করে।

অনুশীলনী

01. ভৌগোলিক উপাদানের মধ্যে কোনটি মানব প্রকৃতি ও দক্ষতার ওপর বিশেষ প্রভাব রাখে?
A. ঋতু B. বনাঞ্চল C. বৃষ্টি D. তাপমাত্রা

02. সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী মৌল উপাদান কয়টি?
A. দুইটি B. তিনটি C. চারটি D. পাঁচটি

03. মানব সভ্যতাগুলো সাধারণত গড়ে ওঠে কোন অঞ্চলে?
A. মালভূমি অঞ্চলে B. নদী তীরবর্তী অঞ্চলে
C. বনভূমি অঞ্চলে D. পাহাড়ি অঞ্চলে

04. কোন অঞ্চল মানুষের বসবাসের জন্য অধিক উপযোগী?
A. শীতপ্রধান অঞ্চল B. গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল
C. মেরু অঞ্চল D. নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল

05. ভৌগোলিক উপাদান কোনটি?
A. ভাষা B. ভূ-প্রকৃতি
C. পোশাক-পরিচ্ছদ D. আচার-ব্যবহার

06. 'জাতিসমূহের অসাম্য' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
A. প্লেটো B. চার্লস ডারউইন
C. ই.বি. টেইলর D. কোঁত দ্যাঁ গবিন্যু

07. কোনটি ভৌগোলিক উপাদান?
A. ঋতু B. ইক্ষু C. শক্তি D. বুদ্ধিমত্তা

08. কোনটির ওপর ভৌগোলিক প্রভাব নিবিড় নয়?
A. রাজনৈতিক সংগঠন B. ঋতু
C. জলবায়ু D. বাসস্থান

09. সংস্কৃতির ক্ষেত্র কোনটি?
A. শিক্ষা B. প্রতীক C. ব্যবসা D. রাজনীতি

10. অবস্তুগত সংস্কৃতির উদাহরণ কোনটি?
A. শিল্প B. নির্মাণ C. শিল্পকলা D. A+C

উত্তরমালা									
01	D	02	C	03	B	04	D	05	B
06	D	07	A	08	A	09	B	10	C

11. পৃথিবীতে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী উদ্ভবের কারণ কী?
A. ভৌগোলিক ভিন্নতা B. সাংস্কৃতিক ভিন্নতা
C. সামাজিক ভিন্নতা D. আচরণগত ভিন্নতা

12. 'Economic Graph' নামক জ্ঞানের শাখাটি কোন শাস্ত্রের সাথে জড়িত?
A. অর্থনীতি B. পরিসংখ্যান
C. সমাজবিজ্ঞান D. ভূগোল

13. 'Origin of Species' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
A. ম্যাক্স ওয়েবার B. কার্ল মার্কস
C. চার্লস ডারউইন D. স্পেন্সার

14. আবুল হাসনাৎ হলেন বাংলাদেশের একজন অন্যতম-
A. রাষ্ট্রবিজ্ঞান B. সমাজবিজ্ঞানী
C. অপরাধবিজ্ঞানী D. নৃবিজ্ঞানী

15. ল্যামব্রোসো ছিলেন একজন-
A. দার্শনিক B. সমাজবিজ্ঞানী
C. রাষ্ট্রবিজ্ঞানী D. অপরাধবিজ্ঞানী

16. কোনটি মানবাচরণকে প্রভাবিত করে?
A. বংশগতি B. অর্থনৈতিক উপাদান
C. সাংস্কৃতি উপাদান D. সামাজিক উপাদান

17. সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চললে কীসের সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়?
A. ভালোবাসার B. মূল্যবোধের
C. লোকাচারের D. প্রতিপ্রত্তি লাভের

18. জ্যাঁ বোদাঁ মধ্যমাঞ্চলবাসীর মধ্যে কীসের পারঙ্গমতা লক্ষ করেছেন?
A. রাষ্ট্রনীতির B. দর্শননীতির
C. চিন্তনের নৈপুণ্যের D. সংগ্রামে পারদর্শিতার

উত্তরমালা									
11	A	12	D	13	C	14	C	15	D
16	A	17	D	18	A				

সপ্তম অধ্যায়: সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

সামাজিকীকরণের ধারণা

সামাজিকীকরণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা মানুষের সামাজিক প্রকৃতির বিকাশ ঘটে এবং যার দ্বারা মানুষ সামাজিক হয়ে ওঠে। অর্থাৎ এটি **শিক্ষা, পরিবার** ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষকে সমাজের সদস্য হিসেবে গড়ে তোলে।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

সামাজিকীকরণ মূলত এক ধরনের **শিক্ষণ প্রক্রিয়া**। যা কোনো ব্যক্তিকে সমাজে বাস করার উপযোগী করে তাকে বলা হয় সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ **'Human Animal' বা মানব জীব হতে 'Human Being'বা সামাজিক জীবে পরিণত হয়।** সামাজিকীরণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো-

১. **অনুকরণ:** অনুকরণ সামাজিকীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। বিশেষ করে শিশুরা খুবই অনুকরণপ্রিয়।

২. **শিক্ষণ:** শিক্ষণ হলো সামাজিকীকরণের একটি **মৌল প্রক্রিয়া**। এটি হলো **অতীত অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের** ফলে মানব আচরণের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তন। সমাজ মনোবিজ্ঞানীদের মতে, **চারটি** পরস্পর সম্পর্কযুক্ত উপাদানের সাহায্যে ব্যক্তির শিক্ষণ সম্পন্ন হয়। যথা-

• তাড়না	• প্রতিক্রিয়া
• সংকেত	• পুরস্কার

৩. **সাংস্কৃতিক দীক্ষা:** মানুষই একমাত্র প্রাণী যার সংস্কৃতি আছে। কিন্তু সংস্কৃতিবান হয়েই সে জন্মগ্রহণ করে না; বরং সামাজিক পরিবেশে সে তা আয়ত্ত করে।

সামাজিকীকরণের বাহনসমূহ

যার মাধ্যমে কোনো মানব শিশু সমাজে বসবাস করার উপযোগী হিসেবে গড়ে ওঠে তাকে সামাজিকীকরণের মাধ্যম বলে। যেসব বাহন বা মাধ্যম সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো-

▪ পরিবার	▪ সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
▪ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান	▪ গণ্যমাধ্যম
▪ সঙ্গীদল	▪ রাষ্ট্র
▪ ধর্মীয় আদর্শ	▪ সাহিত্য

❑ **পরিবার:** পরিবার সামাজিকীকরণের প্রধান মাধ্যম। পরিবারকে জ্ঞানার্জনের প্রাথমিক সূতিকাগার বলা হয়।

• **শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান:** পরিবারের পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই শিশুর সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এটি হলো সামাজিকীকরণের আনুষ্ঠানিক মাধ্যম।

**মৃত্যুর সাথে সাথেই ব্যক্তির সামাজিকীকরণের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সামাজিকীকরণের বাহনসমূহের প্রভাব

প্রথমত, সামাজিকীকরণ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের ওপর বেশ প্রভাব বিস্তার করে।

দ্বিতীয়ত, সামাজিকীকরণ মানুষকে জৈবিক অবস্থা থেকে সামাজিক অবস্থায় রূপান্তরিত করে।

তৃতীয়ত, সামাজিকীকরণ মানুষকে নিয়মানুবর্তী হতে শিক্ষা দেয়। সামাজিকীকরণ হলো সামাজিক শিক্ষণ।

চতুর্থত, সামাজিকীকরণ দক্ষতার ওপর প্রভাব রাখে।

সামাজিকীকরণে পরিবর্তনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রভাব

১. সামাজিকীকরণের পরিবর্তনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন্যতম।

২. সামাজিকীকরণ মূলত সামাজিক শিক্ষণ বা সাংস্কৃতিক শিক্ষণের বিষয়।

CamScanner

অনুশীলনী

01. সামাজিকীকরণ কী ধরনের প্রক্রিয়া?
A. অস্থায়ী প্রক্রিয়া
B. জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া
C. আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া
D. অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া

02. কার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বাহিত হয়?
A. পরিবারের মাধ্যমে
B. ধর্মের মাধ্যমে
C. সঙ্গীদলের মাধ্যমে
D. শিক্ষার মাধ্যমে

03. শিশুর সামাজিকীকরণের আনুষ্ঠানিক মাধ্যম কোনটি?
A. সাহিত্য
B. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
C. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
D. পরিবার

04. সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া কখন শুরু হয়?
A. মানব শিশু জন্মের আগে
B. মানব শিশু জন্মের পরে
C. মানব শিশু মৃত্যুর পরে
D. বয়স্ক সময়ের মাধ্যমে

05. সামাজিকীকরণ কী?
A. সমাজের রীতিনীতি
B. একাধিক প্রণালির সংমিশ্রণ
C. সমাজের একটি প্রচলিত প্রথা
D. সমাজে বসবাস করার অধিকার আদায়ের পদ্ধতি

06. শিশুর সামাজিক দর্পণ হিসেবে কাজ করে কোনটি?
A. ধর্মীয় আদর্শ
B. সঙ্গীদল
C. শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান
D. সাংস্কৃতিক দীক্ষা

07. বিশ্বের সকল সমাজকে এক ও অভিন্ন ঐকতানে সমন্বিত করার প্রক্রিয়াকে কী বলে?
A. বিশ্বায়ন
B. তথ্য প্রযুক্তি
C. স্যাটেলাইট
D. ইন্টারনেট

08. সামাজিকীকরণের প্রথম ও প্রধান মাধ্যম কোনটি?
A. পরিবার
B. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
C. সংগীদল
D. ধর্মীয় আদর্শ

09. সামাজিকীকরণ বলতে বোঝায়-
A. পরিবারে বসবাস করার রীতিনীতি আয়ত্ত করার শিক্ষা
B. বিদ্যালয়ের রীতিনীতি আয়ত্ত করার শিক্ষা
C. একজন সুশিক্ষিত মানুষ হিসাবে গড়ে উঠার প্রক্রিয়া
D. সমাজের কাঙ্ক্ষিত সদস্য হিসাবে গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া

10. পরিবার ও শিশুর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকলে তা শিশুর মধ্যে কী ধরনের প্রভাব ফেলে?
A. জ্ঞান বৃদ্ধি পায়
B. বুদ্ধিমত্তা দ্রুত বিকশিত হয়
C. শিশু আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠে
D. সামাজিক চেতনার বিকাশ ঘটে

উত্তরমালা									
01	B	02	A	03	C	04	B	05	A
06	A	07	A	08	A	09	D	10	C

11. মানুষের সামাজিক প্রকৃতির বিকাশ ঘটায় কোনটি?
A. সামাজিকীকরণ
B. অনুকরণ
C. ধর্মপ্রবণতা
D. সহযোগিতা

12. কোনটিকে শিশুর জ্ঞানার্জনের প্রাথমিক সূতিকাগার বলা হয়?
A. গণমাধ্যম
B. ধর্মীয় আদর্শ
C. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
D. পরিবার

13. সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া কয়টি?
A. দুইটি B. তিনটি C. চারটি D. পাঁচটি

14. কারা সাধারণত বেশি অনুকরণপ্রিয় হয়?
A. শিশুরা B. কিশোররা C. যুবকরা D. প্রবীণরা

15. শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তাৎপর্য কী?
A. সংকীর্ণ মানসিকতা তৈরি করে
B. শিশুর মূল্যবোধ বিকাশে সহায়তা করে
C. সামাজিক প্রক্রিয়া সৃষ্টিতে সহায়তা করে
D. শিশুর মনোজগতে ব্যাপক পরিবর্তন আনে

16. ব্যক্তিজীবনের সাথে গোষ্ঠীজীবনের সামঞ্জস্য সাধন হয় কীসের মাধ্যমে?
A. অনুকরণ
B. মূল্যবোধ
C. আত্তীয়করণ
D. সামাজিকীকরণ

17. শিশুর প্রথম মানসিক জগৎ তৈরি হয় কোথায়?
A. সঙ্গীদলে
B. পরিবারে
C. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে
D. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে

18. পরিবারের পর কোনটি সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে?
A. সঙ্গীদল
B. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
C. গণমাধ্যম
D. ধর্মীয় আদর্শ

19. শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে কারা কারিগর হিসেবে কাজ করে?
A. শিক্ষক
B. দাদা-দাদি
C. খেলার সাথী
D. মাতা-পিতা

20. কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে কোনটি?
A. সংকেত
B. প্রতিক্রিয়া
C. তাড়না
D. সাংস্কৃতিক দীক্ষা

21. পিতামাতা সন্তানের সাথে ভালো আচরণ করলে সন্তান কী হয়?
A. একরোখা
B. আত্মপ্রত্যয়ী
C. লক্ষ্যভ্রষ্ট
D. অলস

22. পণ্ডিত ও তাত্ত্বিকদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় কোনটি থেকে?
A. রাষ্ট্র B. সাহিত্য C. গণমাধ্যম D. শিক্ষা

উত্তরমালা									
11	A	12	D	13	B	14	A	15	B
16	D	17	B	18	B	19	D	20	C
21	B	22	B						

অষ্টম অধ্যায়: সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অসমতা

সামাজিক স্তরবিন্যাস হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ **সমাজতাত্ত্বিক প্রত্যয়**। সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে বুঝায় কোনো সমাজকে এক বা একাধিক বিষয়ের মান বা নীতির ভিত্তিতে **ক্রমোচ্চভাবে** বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা। ভূতত্ত্বে ব্যবহৃত **Strata প্রত্যয়টি যা মাটি ও পাথর বিভিন্ন স্তর বুঝাতে** ব্যবহৃত হতো তাই ক্রমে সমাজের উঁচু-নিচু বিভিন্ন শ্রেণি বা মর্যাদার মানুষকে বুঝাতে সমাজবিজ্ঞানী কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

স্তরবিন্যাস মূলত সামাজিক

স্তরবিন্যাসের জৈবিক উপাদান যেমন- বয়স, লিঙ্গ, উচ্চতা, শক্তি, নরবংশ ইত্যাদি। সামাজিক পদমর্যাদার অবস্থান নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য

- স্তরবিন্যাস মূলত সামাজিক
- স্তরবিন্যাস সর্বত্রই লক্ষণীয়
- স্তরবিন্যাসের বিভিন্ন ধরন ও মাত্রা
- স্তরবিন্যাস সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সমাজ কাঠামোর মূলকথা

সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ

স্তরবিহীন সমাজ অলীক কল্পনা। সমাজবিজ্ঞানীরা সাধারণত সামাজিক স্তরবিন্যাসের চারটি প্রধান প্রকারভেদ নির্ধারণ করেছেন। এগুলো হলো- দাসপ্রথা, এস্টেট প্রথা, জাতিবর্ণ প্রথা এবং সামাজিক শ্রেণি ও মর্যাদা গোষ্ঠী।

দাসপ্রথা	সামাজিক স্তরবিন্যাস ভিত্তিক সমাজের **প্রথম ও অন্যতম** প্রধান প্রকরণ হচ্ছে দাস ব্যবস্থা, যা প্রাচীন এবং প্রথম শ্রেণিভিত্তিক সমাজ। **আদিম সমাজ ব্যবস্থার** মধ্য থেকেই দাস ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়েছে। **দাস প্রথার বৈশিষ্ট্য** ➢ দাসেরা ছিল **প্রভুর সম্পত্তি**। ➢ দাস যে কোনো **কাজ করতে বাধ্য থাকতো**। ➢ দাস প্রথার মূল ভিত্তি ছিল **অর্থনীতি**। ➢ দাসদের কোনো **স্বাধীনতা ছিল না**। ➢ কোনো মানবিক ও **সামাজিক অধিকার ভোগ করতে পারতো না**। ➢ দাসদের কোনো **ভূসম্পত্তি ছিল না**।
এস্টেট প্রথা	এস্টেট বলতে কখনো **ভূসম্পত্তি, কামার, কখনো সামাজিক শ্রেণিকে** বুঝানো হতো। **মধ্যযুগে ইউরোপীয় সামন্ত সমাজে** এস্টেট প্রথা চালু ছিল। এস্টেটভুক্ত মানুষের অধিকার **আইনে** বর্ণিত ছিল। মধ্যযুগের ইউরোপীয় সমাজ মূলত **তিনটি** এস্টেটে বিভক্ত ছিল। যথা- ➢ **১ম এস্টেট (অভিজাত শ্রেণি):** এদের কাজ ছিল সবাইকে রক্ষা করা। ➢ **২য় এস্টেট (যাজক শ্রেণি):** এদের কাজ ছিল সবার জন্য প্রার্থনা। ➢ **৩য় এস্টেট (সাধারণ শ্রেণি):** এদের কাজ ছিল সবার জন্য খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করা। **এস্টেট বৈশিষ্ট্য** • সামাজিক মর্যাদা আইন দ্বারা নির্ধারিত। • কার্যাবলি নির্ধারিত ছিল। • এস্টেট তিনটির মধ্যে শ্রমবিভাগ ছিল। • এস্টেট ছিল এক একটা রাজনৈতিক গোষ্ঠী। • অধিকার, কর্তব্য, সুযোগ-সুবিধা ও বাধ্যবাধকতা আইনগতভাবে স্বীকৃত ছিল।
জাতিবর্ণ প্রথা	জাতিবর্ণ প্রথা ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য। হিন্দু সমাজ মর্যাদার ভিত্তিতে চার বর্ণে বিভক্ত। যথা- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। চার বর্ণের বাইরের লোককে বলা হয় **Scheduled Caste** এবং এরা অস্পৃশ্য।

	জাতিবর্ণ প্রথার কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ • প্রতিটি জাতিবর্ণই অন্তঃগোত্র বিবাহভিত্তিক গোষ্ঠী। • জাতিবর্ণ প্রথা মূলত সামাজিক ও ধর্মীয় ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিন্যাসিত। • জাতিবর্ণ প্রথার স্থিতিশীলতা। • জাতিবর্ণের নিত্যদিনের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ মেনে চলা হয়।
সামাজিক শ্রেণি ও মর্যাদা গোষ্ঠী	আধুনিক সমাজে স্তরবিন্যাস বলতে সামাজিক শ্রেণি ও পদমর্যাদার বিন্যাসকেই বোঝায়। আধুনিক যুগের সমাজে নানা শ্রেণি বা মর্যাদা গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে। **এর প্রধান প্রধান কারণ হলো-** • প্রথমে কৃষি বিপ্লব এবং পরবর্তীকালের শিল্প বিপ্লব তথা উৎপাদন যন্ত্রের পরিবর্তন। • বিভিন্ন সমাজে সপ্তদশ শতকের পর থেকে শিল্পায়ন ও নগরায়ণ • ব্যাপক শ্রমবিভাগ এবং বিশেষ বিশেষ কাজের বিশেষজ্ঞের সৃষ্টি • আধুনিক যুক্তিভিত্তিক পন্থায় নানা ধরনের ফিল্ডে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। • রাজনীতিতে রাজতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের স্থলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন, চাপ সৃষ্টিকারী দল ও এলিট শ্রেণির আবির্ভাব। • দেশীয়, আন্তঃআঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক প্রসার এবং • বিভিন্ন সমাজে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ

দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্ব ও ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব

দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্ব	ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব
কার্ল মার্কস সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্ব অর্থনৈতিক ভিত্তিতে বিশদ ব্যাখা দিয়েছেন। সামাজিক শ্রেণি বলতে তিনি **সম্পত্তির মালিকানা, ভূমি দাস কৃষকমুল ও শ্রমিকদের** বুঝিয়েছেন। মার্কস বুর্জোয়া শ্রেণি বলতে **মালিক বা পুঁজিপতিকে এবং প্রলেতারিয়েত** শ্রেণি বলতে শ্রমিক গোষ্ঠীকে বুঝিয়েছেন।	**ডেভিস ও ম্যুর** সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্রিয়াবাদী তত্ত্বটি দেন। "কোনো সমাজই শ্রেণিহীন ও স্তরবিহীন নয়"-এ যুক্তি প্রেক্ষাপটে কিংসলে ডেভিস ও উইলবার্ট ই.ম্যুর সামাজিক স্তরসমূহের এমন কিছু কার্যগত ভূমিকার আলোচনা করেন।

সামাজিক অসমতার ধারণা

সামাজিক অসমতার প্রধান কারণ অর্থনৈতিক অবস্থা।	**ম্যাক্স ওয়েবার সমাজের অসমতার তিনটি প্রধান উপাদান চিহ্নিত করেছেন।**
সামাজিক অসমতার ক্ষেত্র: (ক) শ্রেণি (খ) মর্যাদা (গ) ক্ষমতা	উপাদান ৩টি হলো: (ক) সম্পদের অসমতা (খ) মর্যাদার অসমতা (গ) ক্ষমতার অসমতা

প্রথম উপাদানের সাথে যুক্ত রয়েছে সম্পত্তি অথবা বেতন, যার ভিত্তিতে Max Weber পাশ্চাত্যের আধুনিক সমাজের শ্রেণিকাঠামো বিশ্লেষণ করেছেন। দ্বিতীয়টির সাথে জীবনযাত্রার মান জড়িত, যার ভিত্তিতে মর্যাদা গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। আর তৃতীয়টির সাথে যুক্ত রয়েছে রাজনীতি এবং একে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে রাজনৈতিক দল।

সামাজিক অসমতার ২ উপাদান

১. জৈবিক বা প্রাকৃতিক উপাদান: জৈবিক উপাদানকে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী প্রাকৃতিক হিসেবেও আখ্যায়িত করে থাকেন। নিম্নে জৈবিক বা প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ উল্লেখ করা হলো-

(ক) মহিলা ও পুরুষভেদে প্রাকৃতিক অসমতা
(খ) বয়সভেদে সামাজিক অসমতা
(গ) বুদ্ধিবৃত্তিক সামাজিক অসমতা
(ঘ) নৃগোষ্ঠী ও সামাজিক অসমতা

২. অজৈবিক বা সামাজিক উপাদান: সামাজিক উপাদান মূলত সমাজ বিভাজনের একটি প্রক্রিয়া। এ উপাদানের ভিত্তিতে সমাজের লোকদের মধ্যে **ধনী, দরিদ্র, শ্রমিক, মালিক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শিক্ষক, ডাক্তার, প্রকৌশল, কৃষক, পেশাজীবী বা চাকুরিজীবী** প্রভৃতি শ্রেণি বিভাজন লক্ষণীয়। নিম্নে সামাজিক উপাদানগুলো আলোচনা করা হলো-

(ক) সামাজিক শ্রমবিভাগ ও সামাজিক অসমতা
(খ) জাতিবর্ণভেদে সামাজিক অসমতা
(গ) শ্রেণিভেদে সামাজিক অসমতা
(ঘ) ক্ষমতাভেদে সামাজিক অসমতা
(ঙ) সামাজিক ভূমিকাভেদে সামাজিক অসমতা
(চ) মর্যাদাভেদে সামাজিক অসমতা

❑ **জাতিবর্ণভেদে সামাজিক অসমতা:** জাতিবর্ণ এক ধরনের সামাজিক **স্তরায়ন** প্রথা। ভারতীয় হিন্দু সমাজ এর আদর্শ দৃষ্টান্ত।

❑ **শ্রেণিভেদে সামাজিক অসমতা:** শ্রেণি হচ্ছে মুক্ত, পরিবর্তন এবং গতিশীল এক সামাজিক গোষ্ঠীর নাম। Karl Marx মানবেতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রধান দুটি শ্রেণির কথা বলেছেন। যেমন- প্যাট্রিসিয়ান ও পেলেরিয়ানস।

জেন্ডার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ৬ মতবাদ

১. উদারপন্থি নারীবাদ: মতবাদের প্রথম প্রবক্তা হলেন ব্রিটিশ উপযোগবাদী দার্শনিক **জে. এস. মিল।**

২. চরমপন্থি নারীবাদ: ষাটের দশকে **উত্তর আমেরিকায়** চরমপন্থি নারীবাদের উদ্ভব ঘটে।

৩. পরিবেশ নারীবাদ: Eco Feminism বা পরিবেশ নারীবাদ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন **ফ্রাংকোইজ ডি ইউবোন।** Eco-Feminism-এর মূল বক্তব্য হলো **মানুষ পরিবেশকে ধ্বংস করে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং এর ফলশ্রুতিতে মানুষ ও প্রকৃতি উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।**

৪. কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদ
৫. মার্কসীয় নারীবাদ
৬. উত্তর আধুনিকতাবাদী নারীবাদ

বয়স বৈষম্যবাদ

বয়সের ভিত্তিতে সামাজিক বৈষম্য একটি ঐতিহ্যগত ও চিরন্তন বিষয়। বিভিন্ন বয়সের মধ্যে যে নানামুখী অসমতা পরিদৃষ্ট হয় তাই বয়সভিত্তিক সামাজিক বৈষম্যবাদ।

বয়স বৈষম্যবাদের ধারণা

বয়স বৈষম্যবাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বয়সভিত্তিক শ্রেণি বিভাজন দেখানো হলো-

• শৈশবকাল	• প্রাপ্তবয়স্ক
• বাল্যকাল	• বৃদ্ধকাল
• কৈশোর বা বয়ঃসন্ধিকাল	

বয়স বৈষম্যবাদ সম্পর্কিত তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

• ক্রিয়াবাদ	• ওয়েবারীয় মতবাদ
• মার্কসবাদ	• উত্তর আধুনিকতাবাদ

❑ **ক্রিয়াবাদ:** এই তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির মৌল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো **প্রবীণদের প্রান্তিকীকরণ।** অর্থাৎ প্রবীণরা তাদের কাজ ও সামাজিক অবস্থান পরবর্তী প্রজন্মের হাতে ছেড়ে দেবেন এবং নবীনরা সে স্থান পূরণ করবে।

সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা এবং উপায়

জার্মানির সম্রাট **প্রথম উইলিয়াম ১৮৮১** সালে **সামাজিক বিমা স্কিম** চালু করার মাধ্যমে নিরাপত্তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। **১৯৩৫ সালে সামাজিক নিরাপত্তা আইন পাস করা হয়।**

সামাজিক নিরাপত্তার উপায়

সামাজিক নিরাপত্তা তার **ত্রিমুখী** কর্মসূচি যেমন- **সামাজিক বিমা, সামাজিক সাহায্য ও সমাজসেবার** মাধ্যমে মানব জীবনের সম্ভাব্য বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে।

১. সামাজিক বিমা: সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য একটি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সামাজিক বিমা অত্যন্ত পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা।

২. সামাজিক সাহায্য: প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আকস্মিক দুর্ঘটনা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ প্রভৃতি কোনো বিপর্যয় দেখা দিলে সরকার তাৎক্ষণিক যে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করে তাই সামাজিক সাহায্য।

৩. সমাজসেবা: সমাজের মানুষের তুপ্ত গুণাবলির বিকাশ বিভিন্নমুখী চাহিদা পূরণ এবং সমস্যা সমাধানে পুনর্বাসনের জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে পরিচালিত সুদূরপ্রসারী সেবা কর্মসূচিকে সমাজসেবা বলে। যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশু কল্যাণ, যুব কল্যাণ, গৃহনির্মাণ, নারী কল্যাণ, চিকিৎসামূলক ও সংশোধনমূলক কর্মসূচি ইত্যাদি।

CamScanner

13. 'ভূমিদাস' কোন ধরনের
A. দাস সমাজের
B. সামন্ত সমাজের
C. পুঁজিবাদি সমাজের
D. সমাজতান্ত্রিক সমাজের

14. দাসপ্রথার ভিত্তি অবশ্যই-
A. সামাজিক B. অর্থনৈতিক C. জৈবিক D. মনস্তাত্ত্বিক

15. সমাজবিজ্ঞানী ডেভিস ও ম্যুর সামাজিক স্তরবিন্যাসের কোন তত্ত্ব প্রদান করেন?
A. ক্রিয়াবাদীতত্ত্ব
B. দ্বন্দ্ববাদী তত্ত্ব
C. সাম্যবাদী তত্ত্ব
D. মানবতাবাদী তত্ত্ব

16. 'Strata' প্রত্যয়টি মাটি বা শিলার বিভিন্ন স্তর বোঝাতে কোথায় ব্যবহৃত হয়?
A. ভূ-তত্ত্বে B. ভূ-ত্বকে C. পৃথিবীতে D. সমাজে

17. কোন সমাজ বেশি স্তরায়িত?
A. আরবীয় B. মঙ্গোলীয় C. ভারতীয় D. স্প্যানিশ

18. ঋণের দায়ে কাউকে দাসে রূপান্তর নিষিদ্ধ করেন কে?
A. আফ্রিকার মেন্ডেলা
B. ভারতের নারায়ণ
C. এথেন্সের সলোন
D. কেউ নন

19. ভারতীয় সমাজে কোন ধরনের দাস ছিল?
A. গৃহদাস
B. সেবা দাস
C. কৃতদাস
D. কোনোটিই নয়

20. সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রধান উপাদানগুলো কি কি?
A. বংশ, বয়স, মেধা
B. নরগোষ্ঠী, শিক্ষা
C. আয়, পেশা
D. সবগুলো

21. সামাজিক স্তরবিন্যাসের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়-
A. আদিম সমাজে
B. দাস প্রথার মধ্যে
C. A+B
D. একটিও না

22. অন্তর্গোত্র বিবাহভিত্তিক এমন এক গোষ্ঠী হচ্ছে-
A. জাতি-বর্ণ B. দাস ব্যবস্থা C. এস্টেট D. সবকয়টি

23. 'Strata' শব্দের অর্থ কী?
A. মাটির স্তর
B. পানির স্তর
C. বায়ুর স্তর
D. সামাজিক স্তর

24. প্রতিটি দাস কার অধীন ছিল?
A. মনিবের
B. পিতা-মাতার
C. সরকারের
D. সামাজিক সংগঠনের

25. জাতিবর্ণ প্রথার ইংরেজি প্রতিশব্দ Caste কোন ভাষা থেকে এসেছে?
A. গ্রিক B. স্পেনিশ C. ল্যাটিন D. পর্তুগিজ

26. লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার হয় কোন যুগে?
A. প্রাচীন প্রস্তর যুগে
B. ব্রোঞ্জ যুগে
C. নব্য প্রস্তর যুগে
D. লৌহ যুগে

01. সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্রিয়াবাদী তত্ত্বটি দেন-
A. ডেভিস ও ম্যুর
B. পারসন্স
C. স্পেনসার
D. কার্ল মার্কস

02. শ্রেণি বলতে কী বোঝায়?
A. একই বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠী
B. একই আয় ও সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী
C. একই এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী
D. একই অফিসে কর্মরত জনগোষ্ঠী

03. সমাজে একই আয় ও একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগকারী গোষ্ঠীকে বলা হয়-
A. জাতি-বর্ণ প্রথা
B. সম্প্রদায়
C. সামাজিক শ্রেণি
D. সমিতি

04. সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধরন কয়টি?
A. দুইটি B. তিনটি C. চারটি D. পাঁচটি

05. শ্রেণির ভিত্তি কী?
A. সামাজিক বৈষম্য
B. সাংস্কৃতিক বৈষম্য
C. রাজনৈতিক বৈষম্য
D. অর্থনৈতিক বা আয়ের বৈষম্য

06. জাতিবর্ণ প্রথাকে মূলত কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
A. তিন B. চার C. পাঁচ D. ছয়

07. আধুনিক যুগে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন কে?
A. জন মিলার
B. জিসবার্ট
C. টি.বি. মেয়র
D. মেলভিন টিউমিন

08. ক্ষমতার অসমতার সাথে যুক্ত রয়েছে কোনটি?
A. বেতন B. সম্পত্তি C. রাজনীতি D. মর্যাদার গোষ্ঠী

09. প্রলেতারিয়েত বলতে কী বোঝায়?
A. সরকার
B. শ্রমিক গোষ্ঠী
C. মালিক শ্রেণি
D. পুঁজিপতি শ্রেণি

10. কার্ল মার্কস মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে কী বলে আখ্যায়িত করেছেন?
A. বুর্জোয়া
B. প্রলেতারিয়েত
C. ক্ষুদে বুর্জোয়া
D. ক্ষুদে প্রলেতারিয়েত

11. দাস প্রথার বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে বলা যায়-
A. দাসপ্রথা একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী
B. দাসেরা ছিল প্রভুর সম্পত্তি
C. দাস প্রথার মূল ভিত্তি ছিল অর্থনীতি
D. B + C

12. এস্টেট প্রথার রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতো-
A. যাজক শ্রেণি
B. সাধারণ শ্রেণি
C. অভিজাত শ্রেণি
D. A + C

উত্তরমালা

01	A	02	B	03	C	04	C	05	D
06	B	07	A	08	C	09	B	10	C
11	D	12	D						

উত্তরমালা

13	B	14	B	15	A	16	A	17	C
18	C	19	A	20	D	21	B	22	A
23	D	24	A	25	B	26	B		

CamScanner

27. সামাজিক অসমতার প্রধান কারণ কী?
A. অর্থনৈতিক অবস্থা B. সামাজিক অবস্থা
C. সাংস্কৃতিক অবস্থা D. রাজনৈতিক অবস্থা

28. ম্যাক্স ওয়েবার পাশ্চাত্যের আধুনিক সমাজের শ্রেণিকাঠামো বিশ্লেষণ করেছেন কীসের ভিত্তিতে?
A. ধর্মের অসমতার ভিত্তিতে
B. সম্পদের অসমতার ভিত্তিতে
C. মর্যাদার অসমতার ভিত্তিতে
D. ক্ষমতার অসমতার ভিত্তিতে

29. নারী-পুরুষের মধ্যে কোনটি অবনতির ফলে সামাজিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়?
A. রীতিনীতির B. মূল্যবোধের অবনতি
C. কর্তব্যের অবনতি D. আর্থিক অবস্থার অবনতি

30. সাধারণত কারা সামাজিক সাহায্যের আওতাভুক্ত?
A. শিক্ষিত ব্যক্তিরা B. অশিক্ষিত ব্যক্তিরা
C. উপার্জনক্ষম ব্যক্তিরা D. দরিদ্র ও দুঃস্থ ব্যক্তিরা

31. সামাজিক নিরাপত্তা অপরিহার্য কেন?
A. জীবনধারণ করার জন্য
B. অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের জন্য
C. রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য
D. মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য

32. হিন্দু সমাজে সবচেয়ে মর্যাদাশালী বর্ণ কারা?
A. ব্রাহ্মণ B. ক্ষত্রিয়
C. বৈশ্য D. শূদ্র

33. প্রথম উইলিয়াম কত সালে সামাজিক বিমা স্কিম চালু করে?
A. ১৮৮০ B. ১৮৮১
C. ১৮৮২ D. ১৮৮৩

উত্তরমালা									
27	A	28	B	29	B	30	D	31	D
32	A	33	B						

নবম অধ্যায়: সামাজিক ব্যবস্থা

সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। প্রতিটি সমাজেরই নিজস্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে। সম্পত্তি হচ্ছে সে ধরনেরই একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। সম্পত্তির উপাদান ৪টি। যথা-

সম্পত্তির চারটি উপাদান
- উপযোগ
- বস্তু বা বিষয়
- নিরঙ্কুশ মালিকানা
- সামাজিক অনুমোদন বা স্বীকৃতি

বিভিন্ন সমাজে সম্পত্তির বিবর্তনের ধারা

মানবসমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন ৪ প্রকারে বিভক্ত। যথা-

১. আদিম যুগের সম্পত্তি	• আদিম যুগের সম্পতত্তি বলতে যা বুঝায় তা হলো- বন-জঙ্গল থেকে সংগৃহীত ফলমূল, শিকারলব্ধ পশুপাখি, মাছ ইত্যাদি। • তাদের জীবন ছিল, 'জীবনটা হয় ভুঁড়িভোজ নচেৎ উপবাসের স্বরূপ'। • আদিম যুগে সমাজ ছিল শ্রেণিহীন ও শোষণহীন। • আদিম সমাজে ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল অনুপস্থিত, তখনো কৃষি আবিষ্কার হয়নি।
২. পশুপালন যুগের সম্পত্তি	• সমাজ বিবর্তনের দ্বিতীয় পর্যায় হলো পশুপালন যুগ। • এ যুগের সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার গোড়াপত্তন হয়। • পশুপালন বা যাযাবর যুগে পশুচারণই অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি ছিল।
৩. কৃষি যুগের সম্পত্তি	• মানব সভ্যতার সমাজ বিবর্তনের এক বৈপ্লবিক চেতনার সূত্রপাত ঘটে কৃষি যুগে। • জমি হচ্ছে কৃষি যুগের প্রধান সম্পত্তি। • জমির মালিকনাকে কেন্দ্র করে সমাজের শ্রেণিবৈষম্য বৃদ্ধি পায়।
৪. শিল্প যুগের সম্পত্তি	অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় আনে আরেকটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ফলে সমাজ হয় অধিকতর গতিশীল এবং তীব্রতর হয় শ্রেণিবৈষম্য। শিল্প যুগের পর্যায় তিনটি শিল্প যুগের সম্পত্তি: (ক) ধনতান্ত্রিক যুগ; (খ) সমাজতান্ত্রিক যুগ; (গ) সাম্যবাদী যুগ

সামাজিকীকরণের বাহনসমূহ

যার মাধ্যমে কোনো মানব শিশু সমাজে বসবাস করার উপযোগী হিসেবে গড়ে ওঠে তাকে সামাজিকীকরণের মাধ্যম বলে। অনেকগুলো বাহন বা মাধ্যম সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। যথা-

সামাজিকীকরণের বাহনসমূহ

পরিবার	গণমাধ্যম
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	রাষ্ট্র
সঙ্গীদল	সাহিত্য
ধর্মীয় আদর্শ	সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

পরিবার

- পরিবার সামাজিকীকরণের প্রধান মাধ্যম।
- পরিবারকে জ্ঞানার্জনের প্রাথমিক সূতিকাগার বলা হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

- পরিবারের পর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানই শিশুর সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
- এটি হলো সামাজিকীকরণের আনুষ্ঠানিক মাধ্যম।

রাষ্ট্রের ধারণা

রাষ্ট্র একটি অন্যতম সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশেষত্ব বলপ্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠান। প্রাচীন বর্বর জীবনের অবসান এবং সভ্যতার সোপান রচিত হয়েছে রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়েই। রাষ্ট্র হলো সমাজের শক্তিশালী এক বৃহৎ সংঘ। চারটি উপাদানের সমন্বয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়। উপাদান বা বৈশিষ্ট্য চারটি হলো-

১ জনসমষ্টি
জনসমষ্টি রাষ্ট্রের প্রথম উপাদান

২ নির্দিষ্ট ভূখণ্ড
নির্দিষ্ট ভূখণ্ড রাষ্ট্র গঠনের দ্বিতীয় উপাদান

৩ সরকার
রাষ্ট্র গঠনের তৃতীয় উপাদান হলো সরকার

৪ সার্বভৌমত্ব
রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য উপাদান হলো সার্বভৌমত্ব

আরো জানতে হবে

- ধর্ম হলো- একটি প্রাচীন এবং মানবীয় সংগঠন।
- ধর্মের উদ্ভব ঘটে- সমাজস্থ মানুষের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস থেকেই মূলত।
- এক কথায় ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে- মানুষের বিশ্বাস থেকে।
- সার্বভৌমত্ব হলো- রাষ্ট্রের চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা।
- রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত সবচেয়ে প্রাচীন মতবাদ হলো- বিধাতার সৃষ্টি বা ঐশ্বরিক মতবাদ।

অনুশীলনী

01. রাষ্ট্রের উপাদান কয়টি?
A. তিনটি B. চারটি C. পাঁচটি D. ছয়টি

02. কৃষি যুগের প্রধান সম্পত্তি হলো-
A. লাঙল B. হালের বলদ
C. ভূমি D. বীজ ও সার

03. সামাজিকীকরণ মূলত এক ধরনের-
A. কাজের প্রক্রিয়া B. শিক্ষণ প্রক্রিয়া
C. পরিবর্তন প্রক্রিয়া D. মানবিক প্রক্রিয়া

04. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত সবচেয়ে প্রাচীন মতবাদ কোনটি?
A. ঐশ্বরিক মতবাদ B. বল প্রয়োগ মতবাদ
C. ঐতিহাসিক বিবর্তনবাদ D. সামাজিক চুক্তি মতবাদ

05. Sociology গ্রন্থটি কার?
A. ম্যাক্স ওয়েবার B. রবার্টসন
C. কিংসলে ডেভিস D. পেজ ও ম্যাকাইভার

06. সমাজ বিবর্তনের এক বৈপ্লবিক চেতনার সূত্রপাত ঘটে কোন যুগে?
A. কৃষি যুগে B. ধনতান্ত্রিক যুগে
C. সমাজতান্ত্রিক যুগে D. সাম্যবাদী যুগে

07. 'The Golden Bough' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
A. ই.বি. টেইলর B. ডুর্খেইম
C. স্পেন্সার D. ফ্রেজার

08. রাষ্ট্রের উৎপত্তির ক্ষেত্রে সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবক্তা কে?
A. রুশো B. ড. গার্নার C. লীকক D. অগাস্টিন

09. সেবা ও রক্ষা নামক সামাজিক চুক্তি ছিল-
A. আদিম যুগে B. পশুপালন যুগে
C. দাস যুগে D. সামন্ত যুগে

10. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত সবচেয়ে প্রাচীন মতবাদ কোনটি?
A. ঐশ্বরিক মতবাদ B. বল প্রয়োগ মতবাদ
C. ঐতিহাসিক বিবর্তনবাদ D. সামাজিক চুক্তি মতবাদ

11. ক্ষমতার সঙ্গে বৈধতা যুক্ত হলে তাকে কি বলে?
A. ক্ষমতা B. সংযম C. বৈধতা D. কর্তৃত্ব

উত্তরমালা

01	B	02	C	03	B	04	A	05	B
06	A	07	D	08	A	09	D	10	A
11	D								

12. আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য নয় কোনটি?
A. শ্রম বিভাজন B. লিখিত আইন কানুন
C. সামাজিক নিয়ন্ত্রণ D. পদোন্নতি

13. কোনটি রাষ্ট্রের প্রধান উপাদান নয়-
A. নির্দিষ্ট জনসমষ্টি B. সংসদ
C. সুনির্দিষ্ট এলাকা D. সরকার

14. গেটেল কে ছিলেন?
A. সমাজবিজ্ঞানী B. সমাজসেবক
C. রাষ্ট্রবিজ্ঞানী D. ঐতিহাসিক

15. রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং বিবর্তন সম্বন্ধে কোন তত্ত্বটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ?
A. শক্তি প্রয়োগ্য B. ঈশ্বরসৃষ্ট
C. বিবর্তনবাদী D. একটিও না

16. কে পরিবার ও কৌম প্রধান হিসেবে নগররাষ্ট্রে আইনগত কর্তৃত্ব লাভ করত?
A. হিব্রু পিতা B. গ্রিক পিতা
C. ব্যবিলনীয় পিতা D. রোমান পিতা

17. স্পেন্সার কার দ্বারা প্রভাবিত ছিল?
A. মার্কস B. ডারউইন
C. আবুল ফজল D. সক্রেটিস

18. সরকার বা রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে কে?
A. আমরা B. আর্মি
C. প্রচার মাধ্যমে D. জনমত

19. রাষ্ট্রের কার্যাবলি কত প্রকার?
A. ৫ প্রকার B. ৪ প্রকার
C. ৩ প্রকার D. ২ প্রকার

20. "Principle of sociology" গ্রন্থটি কার?
A. রবার্টসন B. স্পেন্সার
C. ম্যাক্সওয়েবার D. নিউটন

21. রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কোনটি?
A. জনগণ B. নির্দিষ্ট ভূখণ্ড
C. সার্বভৌমত্ব D. সরকার

উত্তরমালা									
12	C	13	B	14	C	15	C	16	D
17	B	18	D	19	D	20	B	21	C

দশম অধ্যায়: বিচ্যুতিমূলক আচরণ এবং অপরাধ

মনোচিকিৎসকগণ ও অপরাধ বিজ্ঞানীরা বিচ্যুতির কারণগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করেছে। যথা-

বিচ্যুতির ৩ কারণ
- ক শারীরিক কারণ
- খ মনস্তাত্ত্বিক কারণ
- গ সমাজ সংস্কৃতিমূলক কারণ

এমিল ডুর্খেইমের তত্ত্ব

ডুর্খেইম সামাজিক সংহতির দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্তরের কথা বলেছেন। যথা- যান্ত্রিক এবং জৈবিক সংহতি। যান্ত্রিক সংহতিগুলো সাদৃশ্যের সংহতি।

অপরাধ

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অপরাধ হলো সেসব কাজ যা করলে সমাজের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। আবার এমন কাজও রয়েছে যা না করলেও সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। বিশিষ্ট অপরাধবিজ্ঞানী হাউকেল তাঁর **'Criminology'** গ্রন্থে ধরনভেদে অপরাধকে ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। এগুলো হলো-

গতানুগতিক অপরাধ	যে অপরাধ পূর্ব থেকে একই ধারায় চলে আসছে তাকে গতানুগতিক অপরাধ বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পকেটমার, সিঁধেল চুর, গ্রাম্য ডাকাতি এবং জমি-জমা সংক্রান্ত মারামারি।
সংঘটিত অপরাধ	কোনো প্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী সংগঠনের উদ্যোগে ও পরিচালনায় চক্রভিত্তিক যে অপরাধ সংঘটিত হয় তাকে সংঘটিত অপরাধ বলে। পাচার, চোরাচালান, জুয়া, পতিতা বৃত্তি, মাদক ব্যবসায় ইত্যাদি হলো সংঘটিত অপরাধের উদাহরণ।
রাজনৈতিক অপরাধ	সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি স্থাপনের জন্য আর্থিকভাবে শক্তিশালী হওয়ার সাথে সাথে রাজনৈতিকভাবেও সমাজের কিছুসংখ্যক ব্যক্তি যখন আইনবিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচাঅন করে তাই রাজনৈতিক অপরাধ।
ভদ্রবেশী অপরাধ	ভদ্রবেশী অপরাধ হলো এমন এক ধরনের অপরাধ যা গতানুগতিক অপরাধ প্রবণতা থেকে ভিন্নধর্মী। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিজ্ঞাপনে মিথ্যা, তথ্য পরিবেশন, অন্যের উৎপাদিত দ্রব্য নিজের মনে করা, অপরের স্বার্থ হস্তক্ষেপ করা, ট্রেড মার্ক নকল করা ইত্যাদি ভদ্রবেশী অপরাধ।

অপরাধের প্রতিকার ব্যবস্থা

সমাজে অপরাধ দমনের জন্য নানা প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। যেমন, সকল সমাজে তথা রাষ্ট্রের কতগুলো প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা দ্বারা সমাজের আইন ও শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অপরাধ দমন করে থাকে। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো-

অপরাধ দমনের চারটি স্তর

(১) থানা
(২) আদালত
(৩) কারাগার
(৪) সমাজ সংস্কার বা সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান

অনুশীলনী

01. আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিপন্থীমূলক কাজই হলো-
A. বিচ্যুতি B. প্রবণতা
C. অপরাধ D. সদাচারণ

02. আকস্মিক অপরাধ কোনটি?
A. গ্রাম্য ডাকাতি B. বাধ্য হয়ে চুরি করা
C. পথচারীকে গাড়ি চাপা দেওয়া D. অগ্নিসংযোগ

03. অপরাধের পরিণতি কী?
A. তিরস্কার B. সমালোচনা
C. নেতিবাচক মূল্যায়ন D. আইনানুগ শাস্তি

04. অপরের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করা কোন ধরনের অপরাধের অন্তর্ভুক্ত?
A. সংঘটিত অপরাধ B. ভদ্রবেশী অপরাধ
C. রাজনৈতিক অপরাধ D. গতানুগতিক অপরাধ

05. অপরাধতত্ত্বের জনক বলা হয়-
A. সাদারল্যান্ডকে B. ল্যামব্রোসোকে
C. হাওয়ার্ড বেকারকে D. মার্টনকে

06. শ্রেয়োহীনতা বা আদর্শহীনতা তত্ত্বটি কে প্রবর্তন করেছেন?
A. ডুর্খেইম B. সাদারল্যান্ড
C. হাওয়ার্ড বেকার D. ল্যামব্রোসো

07. কিশোর অপরাধের বয়সকাল কত?
A. ৭-১৪ B. ৭-১৫
C. ৭-১৭ বছর D. ৭-১৮ বছর

08. বড়দের অসম্মান করা হলো-
A. অপরাধ B. বিচ্যুতি
C. বিশৃঙ্খলা D. নৈরাজ্য

09. বিচ্যুতি হলো-
A. অন্যের অধিকার হরণ করা
B. প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব খর্ব করা
C. অন্যের সমালোচনা করা
D. সমাজ স্বীকৃত নিয়ম-কানুন অমান্য করা

10. কোনটি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের আনুষ্ঠানিক মাধ্যম?
A. সামাজিক প্রথা B. আইন
C. জনমত D. পরিবার

11. স্বাভাবিক এবং কাঙ্খিত আচরণের পরিপন্থী হলো-
A. অপরাধ B. ব্যাভিচার
C. বিচ্যুতি D. সবগুলো

12. আইন বিরোধী কাজ এবং আচরণের নাম-
A. বিশৃঙ্খলা B. অপরাধ
C. বিচ্যুতি D. কোনোটি নয়

13. সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহন কোনটি?
A. গণমাধ্যম B. জনমত
C. A+B D. কোনোটি নয়

14. ধর্মের ভিত্তি কি?
A. আচরণ B. বিশ্বাস
C. আচার D. কোনোটি নয়

15. নেতাদের অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে আখ্যা দেন কে?
A. হেগেল B. ওয়েবার
C. মার্কস D. কোঁৎ

উত্তরমালা									
01	A	02	C	03	D	04	B	05	B
06	A	07	D	08	B	09	D	10	B
11	C	12	B	13	C	14	B	15	B

CamScanner

একাদশ অধ্যায়: সামাজিক পরিবর্তন

সামাজিক পরিবর্তন বলতে আমরা বুঝে থাকি সামাজিক কাঠামোর পুনর্গঠন বা রূপান্তর। পরিবর্তন শব্দটি উৎপত্তিমূলক নয়-এটি হচ্ছে রূপান্তরমূলক। একটি বিশেষ সামাজিক রূপ থেকে অন্য রূপ ধারণ করাকেই সামাজিক পরিবর্তন বলে।

সামাজিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য ও কারণ

সামাজিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য	সামাজিক পরিবর্তনের কারণ
♦ সামাজিক পরিবর্তন ধারাবাহিক ♦ পরিবর্তন সাময়িক ♦ সামাজিক পরিবর্তন পরিবেশগত ♦ পরিবর্তন হচ্ছে মানবীয় পরিবর্তন ♦ পরিবর্তনের হার ও নির্দেশনা থাকে ♦ স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন ♦ পরিবর্তন উদ্দেশ্যমূলক প্রত্যয় ♦ সামাজিক বিভিন্ন ঘটনার আন্তঃক্রিয়ার ফলাফল ♦ পরিবর্তন পরিকল্পিত বা অপরিকল্পিত হতে পারে	♦ ভৌগোলিক কারণ ♦ জৈবিক কারণ ♦ জনসংখ্যা ♦ রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণ ♦ যান্ত্রিকতা ♦ অর্থনৈতিক কারণ ♦ মহৎ ব্যক্তির ভূমিকা

কার্ল মার্কসের তত্ত্ব

কার্ল মার্কস সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর বিবেচনা করে বলেছেন যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে সমাজে পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি মনে করেন যে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই হচ্ছে সমাজব্যবস্থার মূল কাঠামো।

মানবসমাজ পরিবর্তনের উপাদন হিসেবে কার্ল মার্কসের নিকট দুটি বিষয় অতিমাত্রায় মূল্যবান। সেগুলো হচ্ছে:	(১) উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি ও (২) শ্রেণি সম্পর্ক

- কার্ল মার্কস সমাজব্যবস্থার স্তরগুলোকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, প্রত্যেকটি ধাপ উৎপাদন ব্যবস্থার মাপকাঠিতে পৃথক। সে ধাপগুলো হচ্ছে-

১ম ধাপ এশিয়াটিক → ২য় ধাপ প্রাচীন → ৩য় ধাপ সামন্তযুগ → ৪র্থ ধাপ পুঁজিবাদ → ৫ম ধাপ সমাজতন্ত্র

প্যারেটোর তত্ত্ব

ইতালির সমাজবিজ্ঞানী ভেলফ্রেডো প্যারেটো। প্যারেটোর মতো সমাজবাসী সবসময় দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত; যথা- অভিজাত শ্রেণি ও অনভিজাত শ্রেণি। প্যারেটোর সামাজিক পরিবর্তনের মতবাদে যারা বিশ্বাসী তাদের ধারণা হলো- সামাজিক পরিবর্তন চক্রের ন্যায় ঘূর্ণায়মান।

- **Elites and Society** গ্রন্থের রচয়িতা- প্যারেটো।
- 'ইতিহাস অভিজাত শ্রেণির সমাধিক্ষেত্র' বলেছেন- প্যারেটো।

অনুশীলনী

01. সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত এলিটের 'চক্রাকার' মতবাদটি কে প্রদান করেন?
A. কার্ল মার্কস
B. হার্বার্ট স্পেন্সার
C. এমিল ডুর্খেইম
D. ভি. প্যারেটো

02. 'ইতিহাস অভিজাত শ্রেণির সমাধিত ক্ষেত্র'- কে বলেছেন?
A. পেরেটো
B. সরোকিন
C. স্পেন্সার
D. কার্ল মার্কস

03. 'Origin of Species' গ্রন্থটি কার?
A. স্পেন্সার
B. প্যারেটো
C. ডারউইন
D. কার্ল মার্কস

04. সামাজিক পরিবর্তন বলতে কী বোঝায়?
A. সামাজিক প্রগতি
B. সামাজিক উন্নয়ন
C. সামাজিক বিচ্যুতি
D. সামাজিক কাঠামোর পুনর্গঠন বা রূপান্তর

05. মার্কসের মতে, কোন সমাজ পরিবর্তনের শেষ অধ্যায়?
A. শ্রেণিহীন সমাজ
B. পুঁজিবাদী সমাজ
C. সামন্ত সমাজ
D. ওরিয়েন্টাল সমাজ

06. কার্ল মার্কস সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনকে কয়টি ধাপে বিভক্ত করেছেন?
A. তিনটি
B. চারটি
C. পাঁচটি
D. ছয়টি

07. সামাজিক প্রগতি হলো-
A. স্বয়ংক্রিয়া
B. পরিকল্পিত প্রক্রিয়া
C. অচেতন প্রক্রিয়া
D. অপরিকল্পিত প্রক্রিয়া

08. "সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা" তত্ত্বের প্রবক্তা কে?
A. ম্যাকাইভার
B. অগবার্ন
C. কুলী
D. বটোমার

09. সামাজিক পরিবর্তনের জৈবিক উপাদান কোনটি?
A. ভূমিকম্প
B. প্রযুক্তিগত উদ্ভাব
C. জনসংখ্যা বৃদ্ধি
D. বন্যা

10. বিবর্তন প্রত্যয়টি প্রথম ব্যবহৃত হয়-
A. সমাজবিজ্ঞান
B. জীববিজ্ঞানে
C. নৃবিজ্ঞানে
D. কোনোটি নয়

11. সামনের দিকে চলার নাম হচ্ছে-
A. উন্নয়ন
B. প্রগতি
C. বিবর্তন
D. একটিও না

12. সরোকীন সমাজ পরিবর্তনে যে মতবাদ দেন-
A. একরৈখিক মতবাদ
B. চক্রাকার মতবাদ
C. নিম্নগতির মতবাদ
D. বিন্যাস মতবাদ

13. Chapin ছিলেন?
A. রাষ্ট্রবিজ্ঞানী
B. মানবতাবাদী
C. সমাজবিজ্ঞানী
D. ঐতিহাসিক

14. টয়েনবি ছিলেন?
A. ঐতিহাসিক
B. বিজ্ঞানী
C. সাহিত্যিক
D. ছড়াকার

15. কার্ল মার্কসের সামাজিক স্তরবিন্যাস তত্ত্বের ভিত্তি কী?
A. আসাবিয়া
B. সামাজিক সংহতি
C.অর্থনীতি
D. আদর্শ-নমুনা

উত্তরমালা									
01	D	02	A	03	C	04	D	05	A
06	C	07	B	08	B	09	C	10	B
11	B	12	B	13	C	14	A	15	D